পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 147 Tuesday, 28 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৪৭ সংখ্যা ❋ ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

৫১০ কোটির বাজেয়াপ্ত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে ভোটবঙ্গে ফের রেকর্ড পরিমাণ বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার হল। বিগত পাঁচ বছরের যাবতীয় নজির ছাপিয়ে এবার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫১০ কোটি টাকার সামগ্রী। নির্বাচনী আবহে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার ওপর এটি বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে মোট ৩৩৯ কোটি টাকার বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছিল। সেই পুরনো রেকর্ড ভেঙে এবার পরিসংখ্যান ৫১০ কোটিতে পৌঁছাল। কমিশন সূত্রে

খবর, বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে নগদ ৩০ কোটি টাকা রয়েছে। বাকি অর্থের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মদ, মাদকদ্রব্য, মূল্যবান ধাতু এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ রাজ্যজুড়ে ২৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নগদ অর্থ, মদ, মাদক ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এবার আরও পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন চলছে। তবে নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, অন্য সব রাজ্যের তুলনায় বাংলাতেই বেআইনি টাকা ও সামগ্রী উদ্ধারের পরিমাণ সবথেকে বেশি। নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই কমিশন রাজ্যে নজিরবিহীন তৎপরতা চালাচ্ছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এই কঠোর ভূমিকা রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। কমিশনের সাফ দাবি, বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযান আগামী দিনেও সমান গতিতে বজায় থাকবে।

যাদবপুরে বড় জয় বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফার আগেই সামনে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচনের ফলাফল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীদেরই জয়জয়কার। কলা বিভাগ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সর্বত্রই বামেদের জয়। বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি কোথাও জায়গা করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসি-তে ছাত্র প্রতিনিধি পাঠানোর জন্যই এই নির্বাচন হয়েছিল। গত ২১ এপ্রিল ও ২৪ এপ্রিল ভোট ছিল যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ, সোমবার সেই ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। আগামী বুধবার বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ রয়েছে। যাদবপুর কেন্দ্রেও ভোট আছে ওই দিন। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় ১৩০০ ভোটে ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক বিভাগে জয়ী হয়েছে ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ফেডারেশন। ১০০ ভোটে ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকোত্তর বিভাগও নিজেদের দখলে রেখেছে ডিএসএফ। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দুটি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় হয়েছে এসএফআই। অন্যদিকে আর্টস বা কলা বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটোই নিজেদের হাতে রাখল এসএফআই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কলা বিভাগের স্নাতকোত্তরে দ্বিতীয় স্থানে এই প্রথমবার তৃণমূল। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগ হাতে রাখল উই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

‘ভোট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে না’

শেষদিনের শেষ প্রচারে বিশেষ সাবধানবাণী মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ ভোটের আগে শেষ প্রচার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন সুলেখা মোড় থেকে মিছিল শুরু করেন মমতা। ভোটারদের উদ্দেশ্যে দেন বিশেষ সাবধানবাণী। ২৯ এপ্রিল বাংলায় দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট। এদিন ভোট কলকাতাতেও। তিনি বলেন, ‘‘ভোটের লাইনে সকাল সকাল ভোট দেবেন। ওরা অনেক লাইনে দাঁড় করিয়েছে। না হয় আর একটা লাইন দাঁড়িয়ে যাবেন। ভোট দেওয়া হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে দেখে নেবেন। সকলকে অনুরোধ করব, যেভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রান করেছে। তার জবাব ভোটে দেবেন। এটা আপনাদের অধিকার রক্ষার লড়াই। এই যাদবপুরের মাটিকে তাই শেষ দিন প্রণাম করে গেলাম। ভোট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন না। ভিভি প্যাড দেখবেন, যাকে ভোট দিলেন সেটাই পড়ল কিনা, এরা অনেক কিছু প্ল্যান করেছে। এদের সব খারাপ পরিকল্পনা ভেস্তে দিন।’’ ভোটের আগে শেষ রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি শুরু হয় পদযাত্রা দিয়ে। ল্যান্ডডাউন থেকে কালীঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাঁটেন তিনি। জনসংযোগের পরে প্রথম জনসভাটি করেন ক্যামাক স্ট্রিটে। এর পরে ভবানীপুরে সভা করেন তৃণমূলনেত্রী। শনিবার ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে মাইক ‘ব্যাঘাতে’ অভিযোগ করে সভামঞ্চ ছাড়েন মমতা। রবিবার ভবানীপুরে ফের জনসভা করেন তৃণমূলনেত্রী। সেখান থেকে বড় অভিযোগ এনে মমতা বলেন, ‘‘বন্দুক পাঠিয়ে দিয়েছে। গুণ্ডা পাঠিয়ে দিয়েছে। আর লোকাল থানার পুলিশকে বলছে, ওকে অ্যারেস্ট করো! কী করে করবে? কোর্টের অর্ডার আছে। কিন্তু ৩০ মে পর্যন্ত করতে পারবেন না। স্টে করা হয়েছে।’’

‘শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ফের এ রাজ্যে আসব’

বাংলায় বিজেপির জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে জোর দিয়ে বললেন মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ২৭ এপ্রিলঃ বাংলার রাজ্যপাটে বদল হচ্ছেই। আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী। সোমবার ব্যারাকপুরে নির্বাচনী জনসভায় নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন যে, বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী সরকার গঠন করবে বিজেপি। সেই প্রেক্ষিতেই তিনি জোর দিয়ে বলেন, ৪ মে ফলাফল ঘোষণার পর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি ফের এ রাজ্যে আসবেন। দ্বিতীয় দফার ভোটের শেষ দিনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। ‘সিন্ডিকেট রাজ’, রাজনৈতিক হিংসা এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অধঃপতনের জন্য তিনি তৃণমূল সরকারকে দায়ী করেন। মোদি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে আমি মানুষের যে মেজাজ বা মনোভাব অনুভব করেছি, তা দেখে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ৪ মে-র পর বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাকে আবারও এখানে আসতে হবে।’’ তাঁর এই মন্তব্যে জনসভায় উপস্থিত জনতা প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ব্যারাকপুরের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মাটি

এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আর এখন এই মাটিই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।’’ মোদির কথায়, ‘‘ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি অপরিহার্য।’’ তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ‘‘দেশের ভবিষ্যতের জন্য পূর্বাঞ্চলের উত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের সেবা করা, একে সুরক্ষিত রাখা এবং রক্ষা করাই হল আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব।’’ প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে বিজেপির সাম্প্রতিক সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘ওড়িশা ও বিহারের পর, এবার পশ্চিমবঙ্গেও পদ্ম ফুটবে।’’ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র, ‘মা, মাটি, মানুষ’-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তাদের কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। মোদি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও ভিশন নেই। একদিকে কল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে গড়ে উঠছে বেআইনি বোমা তৈরির কারখানা। সেখানে গুন্ডাদের নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।’’ জনসভা থেকে ভোটারদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, তারা যেন এই তথাকথিত সিন্ডিকেট রাজ-কে পরাজিত করেন। প্রধানমন্ত্রী শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের পথ বেছে নিয়েছে। বলেন, ‘‘কেবল গালিগালাজ করা, হুমকি দেওয়া এবং মিথ্যাচার ছড়ানোই তৃণমূলের একমাত্র কৌশল বলে মনে হচ্ছে। এই দলের নেতৃত্ব আমাকে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং এমনকি সশস্ত্র বাহিনীকেও অবমাননাকর মন্তব্য করেছে।’’

‘৪ তারিখ ১২টার পর মেপে নেব কার কত ক্ষমতা’

আরামবাগে মিতালীর ওপর হামলায় হুঙ্কার অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৭ এপ্রিলঃ আরামবাগের মাটি থেকে এবার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গোঘাটে তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগের ওপর হামলার ঘটনায় মেজাজ হারালেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সোমবার অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ৪ঠা জুন ভোটের ফল বেরোনোর পর ঘড়ি ধরে ‘হিসাব’ বুঝে নেবে তৃণমূল। 'সিপিএম-এর হার্মাদরাই এখন বিজেপির জল্লাদ' বলে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক। এদিন সভা থেকে অভিষেক অভিযোগ করেন, যারা এককালে বাম জমানায় ‘হার্মাদ’ হিসেবে পরিচিত ছিল, তারাই এখন জামা বদলে পদ্ম শিবিরে নাম লিখিয়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘সিপিএম-এর হার্মাদরা এখন বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। ২০১১ সালে আরামবাগের মানুষ যে সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছিল, সেই দিনগুলো কি আবার ফিরিয়ে আনতে চান? যারা মিতালীকে আক্রমণ করেছে, আমার নজর সবার ওপর রয়েছে।’’ নাম ধরে আক্রমণ করে ৪ তারিখের জন্য কড়া বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। মিতালী বাগের ওপর হামলায় কারা জড়িত, এদিন সভা থেকে সরাসরি তাঁদের নাম উল্লেখ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘কারা মিতালীর ওপর চড়াও হয়েছে আমরা সব জানি। সোমাশ্রী, ওর স্বামী, সৌমেন পাল, দোলন-ওরা সবাই যুক্ত। সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে বাকিদেরও খুঁজে বের করা হবে।’’ তফসিলি জনজাতির একজন প্রার্থীর ওপর হামলা নিয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজে অভিষেক যোগ করেন, ‘‘একজন তফসিলি মহিলার গায়ে যারা হাত দিয়েছে, তাদের বলছি- আরামবাগে ফল যাই হোক না কেন, ৪ তারিখ দুপুর ১২টার পর কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা তা আমি দেখে নেব।’’ মিতালীর ওপর হামলা ও গোঘাটের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন অভিষেক। উল্লেখ্য, সোমবার সকালেই গোঘাটে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে মিতালী বাগের গাড়ি আটকে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। বাঁশ ও লাঠি দিয়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে দাবি তৃণমূলের। ঘটনার সময় গাড়িতেই ছিলেন সাংসদ। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁকে লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, তিনি ভোট চাইতে আসেননি, বরং এসেছেন মানুষকে সচেতন করতে। তাঁর দাবি, আরামবাগ বিধানসভার প্রার্থী মিতা বাগ একজন ‘মাটির মানুষ’। তাঁদেরকে জেতানোর পরে আরামবাগকে জেলা ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। আরামবাগের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ আরও কয়েক ধাপ চড়ে গেল। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই হামলার প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেয়। সূত্রের খবর, তৃণমূল সাংসদের উপর হামলার প্রতিবাদে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানাতে চলেছে তৃণমূল। এ দিনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আরামবাগে আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগকে আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে জখম সাংসদকে হাসপাতালে দেখতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচারের শেষ বেলায় গঙ্গাসাগরে শাহ!

দিলেন কপিল মুনির আশ্রমে পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ এপ্রিলঃ দ্বিতীয় দফার মহারণের আগে আর হাতে সময় নেই। সোমবারই শেষ হল বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ প্রচার। আর সেই প্রচারের একেবারে শেষ লগ্নে পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরে পৌঁছে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে মা গঙ্গার আশীর্বাদ নিলেন তিনি। এদিন গঙ্গাসাগরে পুজো দেওয়ার একটি ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘মা গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিলিত হন, সেই পবিত্র তীর্থ গঙ্গাসাগরে পূজা অর্চনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। মা গঙ্গার কাছে দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানালাম।’ ভোটের লড়াইয়ে অমিত শাহ ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিলেন বলেই অনেকের ধারণা। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রচারের শেষ দিনে গঙ্গাসাগরে শাহের এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুত্বের তাস এবং বাংলার ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিতেই শাহ এই তীর্থক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথা মেনে তিলক কেটে আরতি করছেন তিনি। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে হাওড়া, বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচার সেরেছেন মোদি-শাহ জুটি। প্রথম দফায় রেকর্ড ৯৩ শতাংশের বেশি ভোট পড়ার পর বিজেপি শিবির যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। শাহ দাবি করেছেন, প্রথম দফাতেই ১১০টি আসন পকেটে পুরে ফেলেছে পদ্ম শিবির। এবার দ্বিতীয় দফায় চূড়ান্ত আঘাত হানতে মরিয়া তাঁরা। অন্য দিকে, তৃণমূলও পাল্লা দিয়ে প্রচার চালিয়েছে। একদিকে যখন শাহ গঙ্গাসাগরে পুজো দিচ্ছেন, তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মেঠো লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। প্রচারের এই শেষ লগ্নে শাহের ‘গঙ্গা ভক্তি’ ব্যালট বক্সে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

প্রাক্তন রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত করল কেন্দ্র, হয়ে গেল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিলঃ ভারতের প্রতিবেশী কূটনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ রদবদল ঘটাল নয়াদিল্লি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী হাই কমিশনার (রাষ্ট্রদূত) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। মন্ত্রক সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই তিনি ঢাকায় নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এতদিন বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন অভিজ্ঞ কূটনীতিক প্রণয় বর্মা। বিদেশ মন্ত্রকের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রণয় বর্মা এবার ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে চলে চলেছেন। তাঁর শূন্যপদেই বসানো হচ্ছে দীনেশ ত্রিবেদীকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রে পেশাদার কূটনীতিকের বদলে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানোর ঘটনা অত্যন্ত বিরল। একটা সময়ে নয়াদিল্লিতে বা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূত ছিলেন দীনেশ। কিন্তু ২০১৬ সালের পর থেকেই একটু একটু করে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। শেষমেশ একুশের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন দীনেশ। দীনেশ আদতে গুজরাতের ব্যবসায়ী। তবে ঝরঝরে বাংলা বলতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বরাবরই ভাল। সম্ভবত সেই

কারণেই বাংলাদেশে কোনও কেরিয়ার কূটনীতিককে দূত হিসাবে না পাঠিয়ে একজন রাজনৈতিক নেতাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল নর্থব্লক। যিনি রাজনৈতিক ভাবে সচেতন, সরাসরি ম্যান অফ প্রাইম মিনিস্টার, আবার যে দেশে যাচ্ছেন সেখানকার ভাষাতেও স্বচ্ছন্দ। ভারতের কূটনৈতিক প্রথায় সাধারণত অভিজ্ঞ আইএফএস আধিকারিকদেরই এমন গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে নিয়োগ করা হয়। সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পাঠানো মানে - দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে রাজনৈতিক বার্তা জোরালো করা। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া বাড়ানো। এবং সীমান্ত, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা ইস্যুতে সরাসরি সমন্বয় সাধন করা। সাউথ ব্লকের এক কূটনীতিকের মতে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক। সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার পর আস্থার সম্পর্কে কোথাও একটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে। তা শুধু কূটনীতি দিয়ে শুধরোনো সম্ভব নয়। সে জন্য দরকার রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও। সেই কারণেই বাংলাদেশে আগামী রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সীমান্ত ইস্যু ও আঞ্চলিক কূটনীতির প্রেক্ষিতে দিল্লি এবার ‘হাই-প্রোফাইল’ ও ‘পলিটিক্যালি কানেক্টেড’ মুখ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব মিলিয়ে, দীনেশ ত্রিবেদীর এই নিয়োগ কেবল একটি প্রশাসনিক বদল নয়-বরং প্রতিবেশী কূটনীতিতে ভারতের নতুন কৌশলের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।

গোবর্ধন দাসের জীবনযাত্রা অনুপ্রেরণাদায়কঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ এপ্রিলঃ নীতি আয়োগের অন্যতম সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপক গোবর্ধন দাস সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, অধ্যাপক গোবর্ধন দাসের জীবনযাত্রা অনুপ্রেরণাদায়ক।নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ (ভাইস চেয়ারম্যান) হয়েই শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন ডঃ অশোক লাহিড়ী। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোককে শুক্রবারই নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ করার কথা ঘোষণা করে মোদী সরকার। বাঙালি বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাসকেও নীতি আয়োগের অন্যতম সদস্য হিসাবে নিয়োগ করে কেন্দ্র।প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার এক্স মাধ্যমে জানান, অধ্যাপক গোবর্ধন দাসজির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রতিটি সংগ্রামই সমাজসেবা এবং সমাজকে দুঃখমুক্ত করার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছে। জনস্বাস্থ্য এবং ইমিউনোলজিতে তাঁর অবদানের মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর সমৃদ্ধ কর্ম ও পাণ্ডিত্য আমাদের নীতি নির্ধারণী কাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করবে। উল্লেখ্য, আইআইএসইআর ভোপালের পরিচালক গোবর্ধন দাস গত ২৫ এপ্রিল নীতি আয়োগের পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন মনে হয়।

হায়দরাবাদের বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক, চলল জোরদার তল্লাশি

হায়দরাবাদ, ২৭ এপ্রিল ঃ এবার বোমাতঙ্ক হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সোমবার ভোরে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে একটি ইমেল আসে। সেই ইমেল পাওয়ার পর রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বিমানবন্দরের সর্বত্রই জোরদার তল্লাশি চালানো হয়।সোমবার সকাল ৬ঃ১০ মিনিটে ইউশান শি নামে এক ব্যক্তি ইমেল পাঠায় বলে জানা গেছে। ইমেল-এ দাবি করা হয়, দু'টি টার্মিনাল জুড়ে হ্যান্ড লাগেজে ১৫টি আইইডি রাখা হয়েছে এবং ভিভিআইপি যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ তল্লাশি ও যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

জাপানের হোক্কাইডোয় ভূমিকম্প, রিখটার স্কেলে মাত্রা ৬.২

টোকিও, ২৭ এপ্রিল ঃ এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের ভূমিকম্প জাপানে। সোমবার ভোর ৫টা ২৩ মিনিটে জাপানের হোক্কাইডোতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.২। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে দফতর সূত্রে খবর, হোক্কাইডোর সারাবেতসু শহরে মাটির ৮৩ কিমি গভীরে কম্পন অনুভূত হয়। তবে এই কম্পনের জেরে এখনও পর্যন্ত সুনামির কোনও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি।সোমবার ভোরে উত্তর জাপানের একাংশে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জ্বালানি সরবরাহে স্বস্তির বার্তা, দিনে ৫১.৮ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণ-আতঙ্কে মজুত না করার অনুরোধ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ এপ্রিলঃশিচম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে দেশজুড়ে যখন নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে, ঠিক সেই সময় সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমাতে বড় আশ্বাস দিল কেন্দ্র সরকার। রবিবার জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যতই জটিল হোক না কেন, দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোলিয়াম পণ্য থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস-সব ধরনের জ্বালানির সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে। কোনও রকম ঘাটতি বা সরবরাহ বিঘ্নের আশঙ্কা নেই বলেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি মজুত না করারও অনুরোধ জানানো হয়েছে।কেন্দ্রীয় পেট্রোলিযাম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২৫ এপ্রিল একদিনেই গোটা দেশে ৫১.৮ লক্ষেরও বেশি গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে যে, সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনও ধরনের ব্যাঘাত ঘটেনি। বরং প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিক গতিতেই চলছে বিতরণ প্রক্রিয়া। দেশের কোনও প্রান্তেই ' ড্রাই আউট' পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, অর্থাৎ কোথাও এমন অবস্থা হয়নি যেখানে সম্পূর্ণভাবে গ্যাস ফুরিয়ে গেছে এবং নতুন সরবরাহ পৌঁছায়নি।মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, শুধুমাত্র এলপিজি নয়, পিএনজি এবং সিএনজি-এই তিন ক্ষেত্রেই শতভাগ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে ক্রমশ বাড়ছে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের পরিকাঠামো। ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫.৪৫ লক্ষ নতুন পিএনজি সংযোগ চালু হয়েছে, যা শহুরে গৃহস্থালির মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের ধরন বদলে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি আরও ২.৬২ লক্ষ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে বহু গ্রাহক এলপিজি থেকে পিএনজির দিকে ঝুঁকছেন। ইতিমধ্যেই ৪২ হাজার ৫০০-রও বেশি গ্রাহক পিএনজি ব্যবহারের জন্য এলপিজি সংযোগ ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে দেশের বিভিন্ন রিফাইনারি পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পেট্রোল এবং ডিজেলের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা বা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা নেই। এলপিজির চাহিদা বাড়লে যাতে কোনও চাপ তৈরি না হয়, তার জন্য বিকল্প জ্বালানি হিসেবেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেরোসিন ও কয়লার মতো জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে সেগুলিও ব্যবহারের মাধ্যমে চাপ কমানো যায়।এদিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও গ্যাস সরবরাহে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্র-এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এলপিজি সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে কোনও পরিষেবা ব্যাহত না হয়। পাশাপাশি, পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে ৫ কেজির ছোট সিলিন্ডারের সরবরাহও বাড়ানো হয়েছে। এতে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষের কাছে গ্যাস সহজলভ্য হচ্ছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি মিলছে।তবে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও বাজারে যাতে কৃত্রিম সংকট তৈরি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখছে সরকার। মজুতদারি এবং কালোবাজারি রুখতে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ২১০০-রও বেশি তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই অভিযানে অনিয়মের অভিযোগে ৩১০টি গ্যাস এজেন্সির উপর জরিমানা করা হয়েছে এবং ৭০টি এজেন্সিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রের স্পষ্ট বার্তা, সাধারণ মানুষের অসুবিধা তৈরি করে এমন কোনও বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না।পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মধ্যে সেখানে অবস্থানরত ভারতীয়দের নিরাপত্তার বিষয়েও সক্রিয় রয়েছে কেন্দ্র সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ২,৭৬৪ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শুধু নাবিকই নয়, ওই অঞ্চলে বসবাসকারী বা কর্মরত বহু ভারতীয়কেও দেশে ফেরানো হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২.৯৬ লক্ষ যাত্রী পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে ফিরেছেন বলে জানানো হয়েছে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সরকারের তপরতারই প্রমাণ।এছাড়া দেশের বন্দরগুলিতেও স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রয়েছে। কোথাও কোনও ধরনের বিঘ্ন ঘটেনি বলে জানানো হয়েছে। ভারতীয় জাহাজ বা নাবিকদের নিয়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবরও সামনে আসেনি। পরিস্থিতির উপর কেন্দ্রের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি।সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মাঝেও দেশের জ্বালানি সরবরাহ যে স্থিতিশীল রয়েছে, সেই বার্তাই দিতে চেয়েছে কেন্দ্র সরকার। সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত মজুতের প্রবণতা যে পরিস্থিতিকে অযথা জটিল করে তুলতে পারে, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে সরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংযম ও সচেতনতার মাধ্যমেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব-এই বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানন।

বন্দুকবাজের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের কথা মানলেন না ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল ঃ ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন নৈশভোজ চলাকালীন গুলি চালানোর ঘটনায় একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। হামলাকারীর সঙ্গে ইরানের কি কোনও সম্পর্ক আছে, এই প্রশ্ন করা হলে, ট্রাম্প বলেন, আমার তেমনটা মনে হয় না, তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। আমরা অনেক কিছুই জানতে পারব।হামলাকারীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমার মতে, সে একজন অসুস্থ মানসিকতার মানুষ। আমি মনে করি আপনারা তার সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবেন। আইন প্রয়োগকারী কর্তাদের মনে হচ্ছে সে একজন একাকী হামলাকারী ছিল, এবং আমিও তাই মনে করি। তিনি কি হামলাকারীর নিশানায় ছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমার ধারণা, এই লোকগুলো পাগল। কিছুই বলা যায় না।

ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী টড ম্যাকক্লে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারত-নিউজিল্যান্ড বিজনেস ফোরামে অংশ নেন। এদিনই ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরিত হয়। পীযূষ গোয়েল বলেন, নিউজিল্যান্ড ও ভারতের মধ্যকার এই অংশীদারিত্ব কেবল আমাদের যৌথ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেই প্রতিফলিত হয় না, বরং গ্যালিপোলির যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল, যা গণতন্ত্র রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা এবং বিশ্বের জন্য যা সঠিক তা রক্ষার প্রতি আমাদের উভয়ের অভিন্ন অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আজ, দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমরা সেই অংশীদারিত্বকে আরও প্রসারিত করছি, যা বৃহত্তর ব্যবসা, বড় বিনিয়োগ, একে অপরের প্রতি আরও আস্থা ও বিশ্বাসের দ্বার উন্মুক্ত করবে এবং আগামী বছরগুলোতে নিউজিল্যান্ড ও ভারতের জনগণ যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সংখ্যা বেড়ে ১১৩, কমল এএপি-র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সংখ্যা বেড়ে ১১৩ হয়েছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সোমবার সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, সংসদের উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণন আম আদমি পার্টির দলত্যাগী সাতজন সাংসদের বিজেপিতে অন্তর্ভুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছেন। এই সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন রাঘব চাড্ডা, ডঃ অশোক কুমার মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, স্বাতী মালিওয়াল এবং হরভজন সিং। এই অন্তর্ভুক্তির পর উচ্চকক্ষে আম আদমি পার্টির সাংসদ সংখ্যা কমে তিনজনে দাঁড়িয়েছে। রিজিজু এই সাংসদদের বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ গঠনে অবদান রাখবেন।

হাবরায় স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার বোমা, চাঞ্চল্য

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনার হাবরায় একটি স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হলো তাজা বোমা। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। ব্যাপক চাঞ্চল্যও ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, হাবরা বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ সরাই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বোমা উদ্ধার হয়। বোমাগুলির পাশেই বালি ভর্তি আরও দুটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই বস্তাগুলির ভিতরেও বোমা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে সন্দেহজনক বস্তুগুলি। এরপরই তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বোমা মজুতের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ ৬ মাসের জন্য বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আগামী ৩০ এপ্রিল তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। ওই মেয়াদ আরও ৬ মাস বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটির সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, সিদ্ধনাথের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি। তারা জানিয়েছে, জনস্বার্থে ১৯৫৮ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভিস (ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস) আইনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সোমবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার কাছে চিঠি দিয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

২৮-২৯ এপ্রিল উত্তর প্রদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী মঙ্গলবার থেকে দুই দিনের সফরে উত্তর প্রদেশে থাকবেন। এই সফরের প্রথম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বারাণসীতে মহিলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে তিনি ৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী বেনারস-পুনে (হাদাপসার) এবং অযোধ্যা-মুম্বই (লোকমন্য তিলক টার্মিনাস) - এই দুটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনেরও উদ্বোধন করবেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদী শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে দর্শন ও পুজো করবেন।সফরের দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রী বুধবার হারদোই যাবেন এবং গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করবেন। এটি ছত্রিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি মোট ব্যয়ে নির্মিত একটি ৫৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৬-লেনের (৮ লেন পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য), প্রবেশাধিকার-নিযন্ত্রিত গ্রিনফিল্ড হাই-স্পিড করিডোর। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো মেরঠ ও প্রয়াগরাজের মধ্যে যাতায়াতের সময় বর্তমানের ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে প্রায় ৬ ঘণ্টায় নিয়ে আসা। এই প্রকল্পের একটি প্রধান আকর্ষণ হলো শাহজাহানপুর জেলায় ৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি জরুরি অবতরণ সুবিধা নির্মাণ।

গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান অমিত শাহের, কপিল মুনির আশ্রমে দিলেন পুজো

গঙ্গাসাগর, ২৭ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার সকালে গঙ্গাসাগরে আসেন। সাগরে পুণ্যস্নান করেন তিনি, তারপর কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের শেষ দিন সোমবার। প্রচারের অন্তিম দিনে গঙ্গাসাগরে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি প্রথমে সাগরে পুণ্যস্নান করেন। তারপর কপিল মুনির আশ্রমে পূজার্চনা করেন। উল্লেখ্য, বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। সোমবারই শেষ হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার। তার আগে গঙ্গাসাগর ঘুরে গেলেন অমিত শাহ।

১৯ বছর পর সিকিম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

গ্যাংটক, ২৭ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দুই দিনের সিকিম সফরের সময় ' সিকিম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়'-এর স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করবেন। প্রায় ১৯ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়টি তার স্থায়ী ক্যাম্পাস পেতে চলেছে। এই স্থায়ী ক্যাম্পাসটি নামচি জেলার ইয়াংগাং এলাকায় অবস্থিত, যা গ্যাংটক থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে। সিকিমের লোকসভা সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ)-এর পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসের কাজের অবহেলা এবং তা অসম্পূর্ণ রাখার অভিযোগ তুলেছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দুপুরে সিকিমে পৌঁছাবেন এবং একটি রোড শো-তে অংশ নেবেন। সফরের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে তিনি গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার ৫০তম বর্ষপূর্তির সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দেবেন এবং সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। ক্ষমতাসীন সিকিম বিপ্লবী মোর্চার সাংসদ সুব্বা এদিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, দীর্ঘ ১৯ বছরের অপেক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এখন এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।তিনি জানান, ২০০৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্য প্রজন্মকে জ্ঞান ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আগামী ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করবেন। সাংসদ সুব্বা পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে, দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের কাজ আটকে ছিল এবং তা অবহেলিত ও অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল। প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না পাওয়ায় বছরের পর বছর শিক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়াশোনা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়নি।তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, এই ক্যাম্পাসের উদ্বোধনের মাধ্যমে এটি কেবল একটি ভবন নয়, বরং সত্য, উন্নয়ন ও আশার প্রতীকে পরিণত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি কেন্দ্রে পরিণত হবে যেখানে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা এবং স্থানীয় পরিচয়ের সঙ্গে বিশ্বমানের উকর্ষের সমন্বয় ঘটবে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে সিকিম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য বিবাদের কারণে স্থায়ী ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন ব্যাহত হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত গ্যাংটকের বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালিত হতো। তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিভাগ এই স্থায়ী ক্যাম্পাসে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

১৪২টি আসনে শান্তিপূর্ণ ভোট করানোর উদ্দ্যেশ্য আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৭এপ্রিলঃরাজ্যের দ্বিতীয় দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে ১৪২টি আসনে শান্তিপূর্ণ ভোট করানোর উদ্দ্যেশ্য সামনে রেখে আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আসনভিত্তিক দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় বিস্তারিতভাবে।নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার শুধু বুথেই নয়, নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে বুথে যাওয়ার রাস্তাতেও। অলিগলি পর্যন্ত টহল দেবে বাহিনী, যাতে কোনওভাবেই অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি না হয়। বিশেষ করে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে বাড়তি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।বৈঠকে জানানো হয়, দ্বিতীয় দফার ভোটে ১৬০টি মোটরবাইক মোতায়েন করা হবে। প্রতিটি বাইকে থাকবেন ২ জন করে সিএপিএফ জওয়ান। তাঁদের কাজ হবে নিয়মিত টহলদারি চালানো এবং কোথাও কোনও গোলমালের আভাস পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। পাশাপাশি কুইক রেসপন্স টিম কোথায় কত থাকবে, কোন এলাকায় কত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে- সেই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনওরকম ফাঁক না রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে বৈঠক থেকে। বুথ সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে ভোটারদের যাতায়াতের পথেও প্রয়োজনে সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা জানানো হয়েছে।এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রিটার্নিং অফিসার, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও), সাধারণ ও পুলিশ অবজারভাররা। এছাড়াও ছিলেন কমিশনের স্পেশাল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত এবং স্পেশাল পুলিশ অবজারভার এন কে মিশ্র।অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় ঘুরে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন। এদিন তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে গিয়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। দ্বিতীয় দফায় যাতে ভোটাররা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার উপরে তিনি জোর দিয়েছেন।

খুমুলুঙে শপথ নিলেন টিটিএএডিসি-র নবনির্বাচিত সদস্যরা, 'ইয়ং ত্রিপুরা' গড়ার ডাক প্রদ্যোৎ কিশোরের

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-র নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সোমবার থেকে শুরু হল ১৪তম প্রশাসনের পথচলা। খুমুলুঙে কাউন্সিল ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিপ্রা মথার ২৪ জন নবনির্বাচিত সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্য সরকারের আইন সচিব শংকরী দাস।শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, দলের সভাপতি তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বিজয় কুমার রাঙ্খল, দলের একাধিক বিধায়ক এবং শীর্ষ নেতৃত্ব। নবনির্বাচিত সদস্যরা ককবরক ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন, যা অনুষ্ঠানে এক বিশেষ তাৎপর্য যোগ করে।অনুষ্ঠানের আগে নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সদস্যরা প্রবীণ নেতৃত্বের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ শেষে সবাই মিলে গ্রুপ ছবি তোলেন।পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যো কিশোর দেববর্মন বলেন, আমাদের সামনে অনেক কাজ রয়েছে। নতুন ত্রিপুরা এবং ইয়ং ত্রিপুরা গড়তে হলে প্রশাসনিক স্তরে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। তিনি যুব নেতৃত্বের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, সার্কভুক্ত দেশ নেপালে যদি ৩৫ বছরের একজন যুবক প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে আমাদের রাজনীতিতেও যুব সমাজকে এগিয়ে আনতে কোনও বাধা থাকার কথা নয়।এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করেন বিজেপির চারজন নবনির্বাচিত সদস্য। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা অনুষ্ঠানে যোগ দেননি বলে জানা গেছে। তবে পরবর্তী সময়ে তাঁরা শপথ গ্রহণ করবেন বলে সূত্রে খবর।এদিকে, টিটিএ এডিসি-র নতুন পরিষদে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম), উপ-মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের নাম ও দফতর বণ্টন আগামী সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বলে তিপ্রা মথা সূত্রে জানা গেছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবনা আর এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি নিজেকে নতুন কোনও প্রজেক্ট বা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে দেখবে।

বৃষঃ আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। এটি এড়ানো নিশ্চিত করুন অন্যথায় আপনাকে পরে অনুতাপ করতে হতে পারে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।

মিথুনঃ আজকের দিনটা খুবই পজিটিভ দেখাচ্ছে। এটা আপনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন সম্পর্ক তৈরি করার সময়।

কর্কট রাশি ঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই- কারণ আপনার সুখ আপনাকে হতাশার চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। শুভদিন।

সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য উসাহ আর ইতিবাচকতায় ভরা থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যার ফলে কাজেও আরও ভাল ফল পাবেন। অফিসে সহকর্মীরা আপনার চেষ্টার প্রশংসা করবেন আর খুব শিগগিরই আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ।

কন্যাঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। বড় দলে নিজেকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত আমোদপূর্ণ হবে- কিন্তু আপনার খরচ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা নেবে।

তুলাঃআজ আপনার জন্য খুবই আনন্দের দিন, আজ আপনি নতুন আইডিয়া আর সম্ভাবনার খোঁজে থাকবেন। এটা আপনার জন্য সময়, যখন আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার করবেন না- এবং শুধু অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে জোর করে ক্ষয় করবেন না। সন্তান হতে পারে আজকে।

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য খুবই ইতিবাচক। আপনার চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা আর এনার্জি বাাছে। এটা নতুন আইডিয়া আর সুযোগের জন্য নিজেকে খুলে দেওয়ার সময়। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃ যদি আপনি ভাবপ্রবণ মেজাজ পেতে চান যা আপনি আজও আঁকাে ধরে থাকতে চান তাহলে অতীতে ফিরে যান। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন।

কুম্ভঃআজকের দিনটা বিশেষ। আপনার সৃজনশীলতা আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে আর আপনি নতুন আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। পুরনো একটা প্রজেক্ট শেষ করার সময় এসে গিয়েছে, যেটা আপনার জন্য সন্তোষজনক হবে। প্রেম আসতে ।

মীনঃ আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। আপনার স্ত্রীর সাথে পিকনিকে যাওয়ার পক্ষে দিনটি অত্যন্ত ভালো।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তীব্র দাবদাহের মধ্যে এই বার্তা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকতে শুরু করেছে। তাই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। সোমবার সকাল থেকেই বদলে গিয়েছে আবহাওয়া। মেঘলা আকাশে গরমের দাপট কমেছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী শনিবার পর্যন্ত এই পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫২মিনিট এবং রাত ১২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১০মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

ভোটের ময়দানে নতুন ‘সেনা’ ‘বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে ময়দানে কলকাতা পুলিশের চার সারমেয়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে নিরাপত্তা জোরদার করতে যখন রাজ্যজুড়ে প্রশাসন তৎপর, ঠিক সেই সময়ই কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছে চার নতুন সদস্য। প্রশিক্ষণ শেষ করে সদ্য কলকাতায় ফিরেই দায়িত্বে নামল স্নুপি, মুন, ইনা ও টিনা। এরা চারজনই ল্যাবরাডর প্রজাতির সারমেয় এবং ইতিমধ্যেই ‘বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে নিজেদের কাজ শুরু করেছে। ভোটের ডিউটিতেই তাদের প্রথম মাঠে নামা, আর সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে তাদের হাতেকলমে শেখার পথচলা। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত মাস আগে এই চার সারমেয়কে পাঠানো হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে বিএসএফ-এর বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেখানে কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বিস্ফোরক শনাক্ত করার নানা কৌশল শেখানো হয় তাদের। প্রশিক্ষণ শেষ করে সম্প্রতি তারা কলকাতা পুলিশে যোগ দিয়েছে। তবে প্রশিক্ষণই শেষ কথা নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করাও অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই এখন ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়েই তাদের মাঠে নামানো হয়েছে, যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্রুত অর্জন করা যায়। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিবেশ এবং বাস্তব শহুরে পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া অত্যন্ত সংবেদনশীল কাজ। তাই অভিজ্ঞ সারমেয়দের সঙ্গে নিয়ে নতুনদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে কাজ শেখানো হয়। সেই সূত্রেই এখন স্নুপি, মুন, ইনা ও টিনা শহরের

বিভিন্ন প্রান্তে ডিউটি করছে। এই চার সারমেয়র মধ্যে তিনটির গায়ের রং হালকা হলদেটে এবং একটি কালো রঙের। প্রশিক্ষণের সময় থেকেই তাদের নির্দিষ্ট হ্যান্ডলারদের সঙ্গে রাখা হয়েছে, যাতে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও মজবুত হয়। কলকাতায় ফেরার পরও সেই হ্যান্ডলারদের সঙ্গেই তারা কাজ করছে। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে নিয়ম করে তাদের শারীরিক অনুশীলন করানো হচ্ছে। দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, বিভিন্ন ধরনের মহড়া-সবকিছু মিলিয়ে তাদের ফিটনেস বজায় রাখার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ভোটের ডিউটি। নির্বাচনের সময় শহরে একের পর এক রাজনৈতিক সমাবেশ, মিছিল এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত থাকেন বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই ধরনের সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে মঞ্চ ও আশপাশের এলাকা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে ডগ স্কোয়াডের সদস্যরা। তাদের সঙ্গে থাকে বম্ব স্কোয়াডও। বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক কোনও বস্তু রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। শুধু সমাবেশই নয়, ভিআইপি বা ভিভিআইপিদের রোড শোয়ের আগেও রাস্তার দু’পাশে তল্লাশি চালানো হয় এই গোয়েঃদা কুকুরদের মাধ্যমে। ভোটের সময় এই দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। ফলে দিনের বেশ কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় কাটাতে হচ্ছে স্নুপি, মুন, ইনা ও টিনাদের। কখনও চার ঘণ্টা, আবার কখনও পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে হচ্ছে তাদের। যদিও নতুন হওয়ায় অতিরিক্ত চাপ পড়লে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক রয়েছে পুলিশ। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের বিশ্রামও দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডে মোট ৪০টি সারমেয় রয়েছে, যার মধ্যে ৩০টিই বিস্ফোরক শনাক্তকরণে বিশেষজ্ঞ। এই গরমের মধ্যে তাদের সুস্থ রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন তাদের খাবারের তালিকায় রাখা হচ্ছে দই, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। ডিউটির সময় গ্লুকোজও দেওয়া হচ্ছে। দিনে দু’বার করে তাদের স্নান করানো হচ্ছে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের পুকুরে। দুপুরের খাবারে দেওয়া হচ্ছে মুরগির মাংস, যাতে তাদের শক্তি বজায় থাকে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটের আগে ও চলাকালীন এই সারমেয়দের ওপর দায়িত্ব অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই তাদের স্বাস্থ্য ও বিশ্রামের দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। নতুন চার সদস্যও ধীরে ধীরে এই কঠিন দায়িত্বের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছে। শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মানুষের পাশাপাশি এই চার পায়ের সদস্যদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ভোটের আবহে তাই কলকাতা পুলিশের এই নতুন ‘ এখন নজরে, আর তাদের কার্যক্ষমতার উপরেই নির্ভর করছে বহু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের নিরাপত্তা।

ভোটের মাঝেই রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তের মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই চিঠি এল নবান্নে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজি) সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে। তাঁর অবসরের নির্ধারিত দিন ছিল আগামী ৩০ এপ্রিল। সেই মেয়াদ বাড়িয়ে আরও ছয় মাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মর্মে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কেনন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, যা ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটির সচিবালয়ের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সিদ্ধনাথ গুপ্তের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি। জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ১৯৫৮ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভিস (ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস) আইনের আওতায় এই মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসনে বড় রদবদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। তৎকালীন ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর পদ থেকে। তাঁর জায়গায় নতুন ডিজিপি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সিদ্ধনাথ গুপ্ত, যিনি ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের কমিশনার, রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা)

পদেও পরিবর্তন আনা হয়। প্রশাসনিক স্তরে এই ব্যাপক রদবদলের লক্ষ্য ছিল রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা। শুধু পুলিশ প্রশাসনই নয়, নির্বাচন কমিশন রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক স্তরেও একাধিক পরিবর্তন আনে। মুখ্যসচিব পদ থেকে নঃদিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয় দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। একইভাবে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকেও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় সংঘমিত্রা ঘোষকে। এরপর ধাপে ধাপে আরও বহু পুলিশ আধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তার বদলি করা হয়, যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্যের ডিজিপি হিসেবে সিদ্ধনাথ গুপ্ত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে নানা ব্যাখ্যা উঠে আসছে। একদিকে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হচ্ছে, অন্যদিকে ভোট চলাকালীন এই সিদ্ধান্তের সময় নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ভোট সম্পন্ন হয়েছে গত ২৩ এপ্রিল। নির্বাচন কমিশনের দাবি, প্রথম দফার ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে। রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় এবং সেখানে প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার অগ্রবাল জানিয়েছেন, ‘ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও গন্ডগোলের অভিযোগ নেই। সর্বত্র সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। আগে ওই সমস্ত কেঃদ্রের ১০০ মিটারের মধ্যেও অশান্তি হত। বুথের বাইরে কয়েকটি অশান্তির অভিযোগ এসেছে। তবে কোথাও কোনও মৃত্যুর খবর নেই।’’ কমিশন আরও জানিয়েছে, প্রথম দফার ভোটে এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যার জন্য পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী বুধবার। সেই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের ঠিক আগে রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ আধিকারিকের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রশাসনিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডিজিপির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিজ্ঞ এক আধিকারিককে দায়িত্বে রেখে ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে একাংশ। তবে রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা যে চলবে, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে প্রশাসনিক স্তরে এই সিদ্ধান্ত নতুন মাত্রা যোগ করেছে রাজ্যের নির্বাচনী আবহে।

বাইক নিষেধাজ্ঞায় আংশিক বদল, ভোটের আগে ৪৮ ঘণ্টা ‘গ্রুপ রাইডিং’ বন্ধের নির্দেশ হাই কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে বাইক চলাচল ও বাইক মিছিল নিয়ে জারি হওয়া বিধিনিষেধে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের আগের নির্দেশে আংশিক পরিবর্তন করে বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার জানিয়ে দিল, নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী, ভোটের আগে শেষ ৪৮ ঘণ্টা বাইকে ‘গ্রুপ রাইডিং’ বা দলবদ্ধভাবে বাইক চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এককভাবে বাইক চালানোয় কোনও বাধা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছে আদালত। ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বাইক মিছিল ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তির অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতের দিকে বাইক বাহিনীর দৌরাত্ম্য নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি কড়া বিধিনিষেধ জারি করে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাইক চালানো নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয় কমিশন। পাশাপাশি একাধিক বাইক একসঙ্গে চলাচল নিয়েও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে কেঃদ্র

করে রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।এই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হলে প্রথমে সিঙ্গল বেঞ্চে শুনানি হয়। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কমিশনের ৭২ ঘণ্টার বাইক বন্ধের নির্দেশ খারিজ করে দেন। তিনি রায়ে উল্লেখ করেন, ভোটগ্রহণের দিনের ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইকের পিছনে যাত্রী নিয়ে চলাচল করা যাবে না। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশন ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায়। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে কিছু পরিবর্তন আনে। আদালত জানায়, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নাগরিকদের চলাচলের স্বাধীনতা খর্ব করা যায় না। তবে ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সেই কারণেই ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে দলবদ্ধভাবে বাইক চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থা, একাধিক বাইক নিয়ে মিছিল বা গ্রুপ রাইডিং করা যাবে না। কিন্তু কেউ একা বাইক নিয়ে বেরোতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। শুনানির সময় বিচারপতি শম্পা সরকার নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চান, বিহার বা অসমে নির্বাচনের সময় একই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল কি না। তিনি বলেন, যদি অন্য রাজ্যে এমন কোনও নজির থাকে, তবে এই রাজ্যেও তা বিবেচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি আদালত প্রশ্ন তোলে, বাইকের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে গাড়ির ক্ষেত্রে কেন একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এই প্রশ্ন ঘিরেও আদালতে আলোচনা হয়। আদালতের এই নির্দেশে একদিকে যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, অন্যদিকে নির্বাচনকালীন নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বদলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।ভোটের মুখে এই নির্দেশ যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য। একইসঙ্গে প্রশাসনের পক্ষেও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা কিছুটা সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে হাই কোর্টের এই নির্দেশ নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিঃদুতে উঠে এসেছে।

ভোটের মুখে ভাঙড়ে বোমা উদ্ধারের তদন্তে এন আই এ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,ভাঙড়, ২৭ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে ভাঙড়ে ফের বোমা উদ্ধার, এন আই এ র তদন্তের নির্দেশ সরাস্ট্র মন্ত্রকের। দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের মুখে ভাঙড়ে ফের তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য।শনিবারের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার আবার ও ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় তাজা বোমা উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত ছেলেগোয়ালিয়া এলাকায়। উত্তর কাশীপুর থানার মাঝেরআইটে তৃণমূল কর্মীর পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।রবিবার মাঝের আইটে পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধারের পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।২৪ ঘণ্টা পর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তরকাশীপুর থানার পুলিশ এক তৃণমূল কর্মীর বা।রি পিছনে থাকা বাগানে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে একটি ব্যাগের ভিতর থেকে মোট নয়টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে আইএস এফের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে তৃণমূল কর্মীরাই বোমা মজুত করে রেখেছিল। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাঁদের দাবি, দলকে বদনাম করার জন্য আইএসএফ কর্মীরাই রাতের অন্ধকারে বোমা রেখে গিয়েছে এবং তার দায় তৃণমূলের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে।আর এই ঘটনার পরএলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে এই ঘটনার এনআইএ তদন্তের নির্দেশ এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে অমিত শাহর মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, এর পিছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তাই এন আই এ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার ভাঙড়ে পরপর বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কড়া বার্তা দিয়েছে কমিশনও। বোমা উদ্ধার নিয়ে রাজ্য পুলিশকে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিল।কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বোমা যারা তৈরি করছে, তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

ফলতায় রাতভর পুলিশি তল্লাশি নিয়ে অভিযোগ, ভোটের আগে উত্তেজনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭এপ্রিল ঃ ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় রাতভর পুলিশি তল্লাশিকে কেঃদ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় বাসিঃদাদের একাংশের অভিযোগ, রবিবার গভীর রাত থেকে শুরু করে ভোর পর্যন্ত একাধিক বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কোনও স্পষ্ট কারণ না জানিয়েই বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালানো হয়েছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হঠাৎ করেই রাতে এলাকায় ব্যাপক পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। বিভিন্ন পাড়ায় একের পর এক বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ বাহিনী। বহু বাসিঃদা দাবি করেছেন, গভীর রাতে দরজায় কড়া নেড়ে তাঁদের ঘুম ভাঙানো হয় এবং তারপর ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালানো হয়। এই আচমকা অভিযানে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বহু মানুষ, বিশেষ করে মহিলা ও বয়স্করা। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ঠিক কী কারণে এই তল্লাশি চালানো হল এবং কেন তা রাতের অন্ধকারেই করতে হল। অভিযোগকারীদের দাবি, পুলিশের এই তল্লাশি ছিল একতরফা এবং নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের লক্ষ্য করেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। তাঁদের কথায়, ভোটের আগে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখতে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে পুলিশ প্রশাসন। তাদের দাবি, নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিয়ম মেনেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান,

নির্বাচনকালীন সময়ে সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে এবং দাগি অপরাধীদের চিহ্নিত করতে এই ধরনের তল্লাশি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে যেসব এলাকায় আগে অশান্তির নজির রয়েছে, সেখানে আগাম সতর্কতা হিসেবে এই ধরনের অভিযান চালানো হয়। তাঁর কথায়, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং গোটা এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিঃদাদের একাংশ পুলিশের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। তাঁদের অভিযোগ, তল্লাশির সময় অনেক ক্ষেত্রেই কোনও সুনির্দিষ্ট নথি বা পরোয়ানা দেখানো হয়নি। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ভোটের আগে এই ধরনের পদক্ষেপে সাধারণ ভোটারদের উপর মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে শুভ নয়। এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, প্রশাসনকে ব্যবহার করে শাসক দল ভোটের আগে বিরোধীদের চাপে রাখার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে শাসকদলের তরফে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রশাসনের দায়িত্ব এবং সেই কাজই করা হচ্ছে। কোনও নির্দিষ্ট দলকে লক্ষ্য করে এই অভিযান চালানো হয়নি বলে তারা দাবি করেছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও বারবার বলা হয়েছে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সক্রিয় রাখা হয়েছে। ফলতার ঘটনাও সেই বৃহত্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ বলেই মনে করছে প্রশাসন। তবে এই ঘটনার জেরে এলাকায় যে অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বহু বাসিঃদাই এখনও আতঙ্কিত এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। ভোটের আগে এই ধরনের পরিস্থিতি যে রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলবে, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে, ফলতার রাতভর পুলিশি তল্লাশি এখন রাজ্যের নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে একটি বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে।

শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থীপদ বাতিলের মামলা খারিজ হাই কোর্টে, স্বস্তি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭এপ্রিল ঃ ‘সেকুলারিজম নিপাত যাক’ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় স্বস্তি পেলেন বিজেপি নেতা ও প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর প্রার্থীপদ বাতিলের দাবিতে করা আবেদন খারিজ করে দিলেন প্রধান বিচারপতি। সোমবার আদালতে শুনানির সময়ই স্পষ্ট হয়ে যায়, আইনি ভিত্তির অভাবে এই মামলার স্থায়িত্ব নেই। ঘটনার সূত্রপাত গত ৩ মার্চ। দোল যাত্রার দিন কলকাতার বালিগঞ্জে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ‘সেকুলারিজম নিপাত যাক’ স্লোগান তোলেন বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বলেও দাবি ওঠে। এই মন্তব্য সংবিধান বিরোধী এবং প্ররোচনামূলক বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন সৌম্য মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি ছিল, সেকুলারিজম ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ এবং একজন প্রার্থীর এ ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। সেই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থীপদ বাতিলের আবেদন জানান তিনি। সোমবার মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীর কাছে জানতে চান, কোন আইনি ভিত্তিতে এই দাবি করা হচ্ছে। দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর আদালত সন্তুষ্ট হতে পারেনি বলে জানানো হয়। বিচারপতি স্পষ্ট জানান, শুধুমাত্র একটি মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রার্থীপদ বাতিলের মতো গুরুতর পদক্ষেপের পক্ষে কোনও শক্তিশালী আইনি যুক্তি পেশ করা হয়নি। এরপরই আদালত মামলা খারিজ করে দেয়। ফলে নির্বাচনের মুখে বড় স্বস্তি পান শুভেন্দু অধিকারী। এই রায়ের ফলে তাঁর প্রার্থীপদ বহাল থাকল এবং তিনি নির্ধারিত নিয়ম মতো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে বিরোধীদের একাংশ এই মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা জারি রেখেছে, অন্যদিকে আদালতের রায়কে আইনি জয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছে বিজেপি শিবির। ভোটের আবহে এই রায় যে রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করছে, তা বলাই বাহুল্য।

সুন্দরবনের নদী বেষ্টিত গোসাবা ও পাথরপ্রতিমার ভোট গ্রহন কেন্দ্রে যাওয়ার নিয়ম বদল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সু ন্দরবন, ২৭ এপ্রিল ঃ বুধবার শেষ দফার নির্বাচন।আর এবার সু ন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলে ভোট গ্রহণের নিয়মে বদল এনেছে নির্বাচন কমিশন।বলা হয়েছে, সু ঃদরবনের গোসাবা ও পাথরপ্রতিমার প্রান্তিক এলাকায় একদিন আগে যাবেন ভোট কর্মীরা। আগে নির্বাচনের দুই দিন আগে ভোটকর্মীদের পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এবার বদলে যাচ্ছে সেই নিয়ম। নির্বাচন কমিশন নয়া শর্ত দিয়ে জানিয়েছে, দু’দিন আগে ভোট কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হলে তাঁদের আলাদা জায়গায় রাখতে হবে। তৈরি করতে হবে পৃথক স্ট্রং রুম। দু’দিন ধরে ভোটকর্মীদের বুথে থাকতে দেওয়া যাবে না।কমিশনের এই বার্তা পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওই দুই দ্বীপাঞ্চলের বেশিরভাগ বুথে ভোটের একদিন আগে কর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করবে প্রশাসন। তবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যাঁদের অনেক দূরের দ্বীপে ডিউটি পড়েছে তাঁদের আগে সব জিনিসপত্র দিয়ে নৌকা ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, এই সব ভোট কর্মীদের জন্য আলাদা করে কিছু বোটের ব্যবস্থা করা থাকবে। তাঁদের সকাল

সকাল ইভিএম সংগ্রহ করার কাউন্টার বা ডিসিআরসিতে এসে যাবতীয় কাজ শেষ করে ভোট যন্ত্র নিয়ে নদীপথে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে স্থানীয় প্রশাসন। ওই দু’টি বিধানসভা মিলিয়ে প্রায় ৪০০ বুথের ভোটকর্মীদের নির্বাচনের দু’দিন আগে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করার কথা ছিল। বুথে অতিরিক্ত দিন ভোট কর্মীদের রাখার পক্ষপাতী নয় কমিশন। তবে সংশ্লিষ্ট জেলাকে যদি ভোটের দুই দিন আগে কর্মীদের পাঠাতেই হয়, তাহলে মানতে হবে একাধিক শর্ত। ফলে সব খতিয়ে দেখে ঠিক হয়, গোসাবা ও পাথরপ্রতিমা বিধানসভায় দু’দিন আগে আর পাঠানো হবে না ভোট কর্মীদের। মঙ্গলবার ভোটের আগের দিনই তারা রওনা দেবে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে।

লিলুয়ায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের জেরে পুলিশে বড় রদবদল, ভোটের আগে কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭এপ্রিল ঃ হাওড়ার লিলুয়ায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনার জেরে পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার বিজেপির রোড শো চলাকালীন তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। লিলুয়া থানার ওসি কল্যাণ খামুড়াই এবং এসআই (ইউবি) সুমন রায়কে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমন রায়কে সাঁকরাইলের নাজিরগঞ্জ থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে লিলুয়া থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুজয় তুঙ্গকে। শুধু লিলুয়া থানাই নয়, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বেলুড় থানাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বেলুড় থানার আইসিকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় সিআইডির পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নাজিরগঞ্জ থানার ওসি মনোজ সরকারকে বদলি করে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়েছে। ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কমিশন যে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করতে রাজি নয়, এই রদবদলের মাধ্যমে সেই বার্তাই স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার দুপুরে। হাওড়া উত্তরের বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাইয়ের সমর্থনে একটি মিছিল বেরিয়েছিল। সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষপুরের বিজেপি সাংসদ ও ভোজপুরী অভিনেতা রবি কিষাণ। লিলুয়ার বামনগাছি এলাকায় রোড শো চলাকালীন উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বি রোডের অরবিঃদ স্কুলের কাছে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল সমর্থকরা বিজেপির মিছিল লক্ষ্য করে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। তার পালটা হিসেবে বিজেপির মিছিল থেকেও ‘ শ্রীরাম’ ও ‘ চোর’ স্লোগান শোনা যায়। এই স্লোগান-পাল্টা স্লোগানের মধ্যেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে বচসা শুরু হলেও তা অচিরেই হাতাহাতিতে পরিণত হয়। দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মিছিলে উপস্থিত কেঃদ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থকরা তাঁদের ওপর লাঠি ও বাঁশ নিয়ে হামলা চালায়। অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, এই সংঘর্ষে তাদের চারজন সমর্থক আহত হয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশন দ্রুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ বৈশাখ, ১৪৩৩

বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত শত নারী তাঁদের সাহস, বুদ্ধি, ত্যাগ আর দৃঢ়তার আলোয় ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন, অথচ তাঁদের নাম আজও অজানার অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। এমনই এক বিস্ময়কর নারী, এক দুর্ধষ যোদ্ধা, একজন স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিময় আত্মার কথা আজ বলতে হবে;ঢাকার জমিদার পরিবারে ২১শে নভেম্বর ১৯১৪ সালে জন্ম নেওয়া এক অসাধারণ কন্যা, যার পিতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। ছোটবেলায় ঘোমটার আড়ালে বড় হওয়া সেই কচি মেয়েটিই পরে কোমরে লুকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করেন, সহযোদ্ধাদের রক্ষা করেন, আর বারবার জীবন বাজি রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান; তিনি আমাদের ইতিহাসের এক বিরল দৃষ্টান্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে যেখানে সাধারণ শিশু খেলাধুলা আর পাঠশালার সীমানায় আটকে থাকে, সেখানে উজ্জ্বলা মজুমদার নিঃশব্দে জড়িয়ে পড়েন গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দলে। বিপ্লবীরা কলকাতা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতেন, তাঁর হাতেই অস্ত্র পৌঁছে যেত নির্দিষ্ট স্থানে। কোমরের কাছে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে দেওয়া বন্দুক;আর সেই কোমল মুখে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার দীপ্তি, যা প্রতিটি বিপ্লবীর মনেই জন্ম দিত অটল আস্থা। সুকুমার ঘোষ ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক;কিন্তু পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তাঁরা তাঁকে শেখাতেন সাহসের পাঠ, স্বাধীনতার মন্ত্র। গ্রামে থাকার কারণে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় অনেক দেরিতে। বিশ বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন, তবুও জ্ঞানের প্রতি, সংগ্রামের প্রতি তাঁর তৃষ্ণায় কোনো কমতি ছিল না। তরুণী হওয়ার আগেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে;আর সেই দলের সঙ্গেই একদিন দার্জিলিং অভিযানে অংশ নিতে যাত্রা করেন। বেড়াতে যাওয়ার অজুহাতে তিনি দার্জিলিং পৌঁছান ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুকুমার ঘোষ, রবি ব্যানার্জীসহ আরও কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে। গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার পরিকল্পনায় তিনি হয়ে ওঠেন এক অপরিহার্য অংশ। হারমোনিয়ামের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে যান প্রয়োজনীয় মারণাস্ত্র; একদিকে নারীত্বের ছদ্মবেশ, অন্যদিকে অগ্নিকন্যার সংকল্প। দার্জিলিংয়ে একটি হোটেলে তিনি থাকেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে;স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে। ৮ মে ১৯৩৪;ইতিহাসের এক সাহসিক দিনের ভোর। লেবং রেসকোর্সের মাঠে বিপ্লবী ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। গভর্নর অল্পের জন্য বেঁচে যান, ভবানী ধরা পড়েন; পরবর্তীতে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। উজ্জ্বলা ও মনোরঞ্জন ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং আশ্রয় নেন বিপ্লবী শোভারানি দত্তের বাড়িতে। কিন্তু স্বাধীনতার পথ কখনও সহজ হয় না। ১৮ই মে শোভারানি দত্তের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ এবং উজ্জ্বলাসহ সবাই গ্রেপ্তার হন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে কঠিন বন্দীজীবন কাটাতে হয় তাঁকে। পরে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান তিনি। মুক্তি পেলেও সংগ্রাম শেষ হয়নি।

হারিয়ে যাওয়া বাংলা

মৎস্যভূমি ও পুরোনো বন্দর শহর সাতগাঁর ইতিবৃত্তি ও তার দুধারে বয়ে চলে হুগলী ও সরস্বতীর জলস্রোতের উপাখ্যান, 'রাম'নাম্নী বংশের সাতপুরুষের গল্প গাঁথা এই বই। চাঁদেরডাঙা, দিনেমারডাঙা, ওলন্দাজডাঙা, আর্মানিডাঙা, পোর্তোঘাটা, কাটুনিডাঙ্গা, ধর্মঠাকুরের বটতলা, ম্যাওবেড়ালের গির্জা আর এসব ঔপনিবেশিক শাসনস্থল পেড়িয়ে যাওয়া ধীরগতির কু-ঝিকঝিক মার্টিন রেলগাড়ি, একটা পর্তুগিজ ভাষায় খিস্তি করা কাকাতুয়া, এক হার্লে বাইক সম্বলিত এই উপন্যাস আসলে বাংলার ও বাঙালির এক Anthropological Archive। অন্যদিকে এই বই আসলে বাপ্পাদিত্যর মুখে আমার নিজেরই কথা বলা। ঘটি মায়ের বা দাদুর বাড়ি আর বাঙ্গাল বাবার বাড়ির নানাবিধ কনফ্লিক্ট, সবশেষে নিজের সাথে রাষ্ট্রের কনফ্লিক্ট। আর সেই কনফ্লিক্ট আর ক্ল্যারিফিকেশনের জন্যেই এই অসাধারণ উপন্যাসের অবতারণা। মি'লেডিকে দেওয়ার নিজের শেকড়ের প্রশ্নের উত্তর। পরিমল ভট্টাচার্য (Parimal Bhattacharya) বাংলা ননফিকশনের জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। তার 'দার্জিলিং - স্মৃতি, সমাজ, ইতিহাস' , 'শাংগ্রিলার খোঁজে' পড়ে ভীষণই ভালো লেগেছিল। 'সাতগাঁর হাওয়াতাঁতিরা' ফিকশনের জগতে বোধহয় তার প্রথম লেখা। তাকে অশেষ প্রণাম বাংলা সাহিত্যে এমন অভূতপূর্ব সৃষ্টির জন্যে, এ যে বাংলা সাহিত্যের সেরা সম্পদ হয়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এই লেখনী আদতে সমস্ত পুরস্কারেরই ঊর্ধ্বে, তবু এ বছরের 'আনন্দ পুরস্কারে' পুরস্কৃত হওয়ার অভিনন্দন। আরো বহু পুরস্কার অপেক্ষা করে আছে এমন বইয়ের জন্যে। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এর 'One Hundred Years of Solitude এর নাম সঙ্গতিপূর্ণভাবেই এই উপন্যাসের সাথে উঠে আসে। তবে 'Macondo' আর সাতগাঁয়ের গল্প অনেকটাই আলাদা। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতার জন্যে একদিন সাঁতরাগাছি ঢোকার মুখে হাওড়ার সাঁকরাইলে ট্রেনটি ছোট্ট এক ব্রিজের ওপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, দরজায় উঠে এসে দেখি সেই সরস্বতী নদী। সহেলীর থেকে জন্মদিনে আমি বছর বছর একটি বই পাই, সেটা কোন কালেই পরবর্তী জন্মদিন আসার আগে শেষ করে উঠতে পারি না, এমনই আমার অবস্থা। যেকোন বিষয়েই ধৈর্য্য এমনই এক জায়গায় পৌঁছেছে যে কোন জিনিসে দশ মিনিট মন দিতে পারলে বেশ খানিকটা নিরুদ্বেগ হই বইয়ের সম্পর্কে। যদিও এই একখানা বই একবার শেষ করে এবছরে আবার পড়া শুরু করতে হয়েছে শুধু এর মুগ্ধতাকে আস্বাদন করবো বলে। 'আরণ্যক', 'বনলতা সেন', 'কালবেলা'র তালিকায় নতুন সংযোজন।

ীদ

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী শক্তিদাত্রী।

কলকাতার ডায়েরি ঃ শহর কলকাতার উত্থান

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতা শহর নির্মাণের প্রাচীন ইতিহাস। কলকাতা শহর সৃষ্টি হওয়ার যে বিশাল ইতিহাস রয়েছে তাকে অতি অবশ্যই জানার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কলকাতার জীবন যাত্রা সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা একেবারে অসম্ভব। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ আগস্ট হুগলীর পূর্ব তীরে সূতানুটিতে তৃতীয় বার নোঙর ফেললেন হস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিস্বস্ত কর্মচারি জোব চার্নক। এবারে তিনি শুধু ব্যবসা করে

ফিরে যাওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেননি। তিনি এসেছিলেন স্থায়ী ব্যবসা বাণিজ্যের শিবির নির্মাণ করে কোম্পানির ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। তখন সুতানুটির হুগলী নদীর তীরে সব নৌকা এসে ভিড় করতো। তখন কলকাতা এবং গোবিন্দপুর ছিল ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ১৬৯০ সালের বহু আগেই কিন্তু কলকাতা এবং কালীঘাটের নাম এবং তার অস্তিত্বে কথা জানা গিয়েছে। যদিও মধ্যযুগের মঙ্গল সাহিত্যে ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস পিপলাই এর রচিত 'মনসা বিজয়' কাব্যে , কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এবং ক্ষেমানন্দের 'মনসা পাঁচালী'তে কলকাতা ও কালীঘাটের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব কবিদের কাব্য পড়লে বুঝতে পারা যায় যে সেই সময়ে কলকাতা এবং গোবিন্দপুরে সাপের উপদ্রব খুব বেশি ছিল। ফলে লোকেরা এই সব অঞ্চলে বসবাস করতে ভয় পেত। তৃতীয়বার আস্তানা গেড়ে জোব চার্নক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এই অঞ্চলকে একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না। এই সব অঞ্চলকে হস্তগত করে কোম্পানি ব্যবসার বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে কোম্পানির সদর দফতর তৈরি করতে হবে। তার জন্য জোব চার্নক বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করলেন। সুতানুটি এলাকায় বহু প্রাচীন বিশাল বিশাল বট, অশ্বথ এবং নিমগাছ ছিল। সেই সব বৃক্ষের তলায় বসে সারা দিন ধরে ব্যবসার কাজ চালিয়ে যেতেন জোব চার্নক। বহু ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে 'বৈঠকখানা' স্থানে গাছের স্নিগ্ধ ছায়ার তলায় বসে জোব চার্নক ব্যবসা চালাতেন। বিশাল সব গাছের স্নিগ্ধ ছায়া সম্পর্কে বলেছেন এক সাহেব তাঁর নাম S.W.Goode ".... it was famous Baith-khana tree, where shade captivated the venerable Charnok.." আবার W.H. Cary লিখেছেন " Job Charnock is said to have chosen the site of Calcutta for a city, in consequence of the pleasure he found in sitting and smoking under the shade of large tree; this tree was probably the Baith-Khana tree"। সেই সব প্রাচীন বিশাল গাছ নিম, বট বা অশ্বত্থ গাছ হতে পারে। জানা গিয়েছে যে জোব চার্নক যে গাছের তলায় বসে ব্যবসা করতেন সেই গাছটি ছিল সম্ভবত সার্কুলার রোড ও বউবাজার স্ট্রিটের মোড়ে পূর্ব দিকে শিয়ালদহ সেচশনের দক্ষিণ -পশ্চিম কোনে অবস্থিত। কেরী সাহেব লিখেছেন, বৈঠকখানা তার নামের জন্য ঋণী সেই গাছের কাছে। জোব চার্নক বিশাল সব গাছের তলায় বসে আরামে ব্যবসা করতেন এবং আহার গ্রহণ করা থেকে শুরু করে বিশ্রাম গ্রহণওপর্যন্ত করতেন। সুতানুটিতে যে গাছের তলায় বসে তিনি ব্যবসা করতেন এবং বিশ্রাম নিতে সেই গাটটি ছিল একটি বটগাছ। সেই কারণে সুতানুটির নিকটে বটতলা বলে একটি অঞ্চল রয়েছে যা সুতানুটির ঘাট থেকে বেশি দূরে ছিল না। তবে রাধারণ মিত্র 'কলকাতা দর্পণ'তে লিখছেন, " ১৮৭৯-৮০ সালে জোব চার্নকের স্মৃতিবাহী গাছটি আগুনে পুড়ে যায়।" আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' বইতে কলকাতার উল্লেখ আছে 'মহল' বা 'সাতগাঁ' সরকারের পরগনা হিসাবে। এই সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামটি ছিল সাতটি গ্রামের সমষ্টি। এটি ভারতের প্রাচীন নগরী। ত্রিবেণীর কাছে সরস্বতী নদীর তীরে ছিল এই প্রাচীন নগরী। ষোড়শ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পর্তুগীজরা যখন বাংলায় এসে উপস্থিত হয় তখন সপ্তগ্রাম ছিল রীতিমতো সমৃদ্ধশালী নগরী। সরস্বতীর পলিমাটি ক্রমশ শুষ্ক হতে শুরু করলে সপ্তগ্রামের গৌরবচ্ছাটা ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। সেই সময়ে সেখানকার বণিকদের মধ্যে ছিল তিলি, সুবর্ণ বণিক, কংসবণিক সহ অন্যান্য জাতি। সপ্তগ্রামের ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমশ ম্লান হতে শুরু করলে তারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে নেমে এসে হুগলীর চিনসুরায় উপস্থিত হতে থাকে। বাঙালি বণিক শেঠ, শীল, মল্লিক, লাহা সহ আরও সব বণিকেরা সুতানুটি এংব গোবিন্দুপরে আস্তানা গাড়তে শুরু করে। ফলে ক্রমশ সুতানুটি ব্যণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে।

বিদেশি বণিকদের মধ্যে বহু পূর্বে এসেছিল আর্মেনিয়ানরা। সেই সাক্ষ্য বহণ করে আর্মেনিয়ান নাজারেথ গির্জা প্রাঙ্গনে আবিস্কৃত রেজাবিবে নাম্নী জনৈক আর্মেনিয়ান মহিলার স্মৃতিফলক। এই সমাধি ফলকে ১৬৩০ সনের কথা উল্লেখ আছে। তখন আর্মেনিয়ান নামে একটি ঘাটের কথা শোনা যায়। ১৬৩৩ সালে ইংরেজরা করমণ্ডল উপকূলে ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল। নানাভাবে সেখানে অপদস্ত হওয়ার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সহজে সেখান বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করতে পারছিল না। যার ফলে কোম্পানি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে শক্তি প্রদর্শন করে ব্যণিজ্য কুঠি নির্মাণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য ইংরেজ সেনা নিয়ে আসতে শুরু করলো কোম্পানি। মোঘলদের কাছ থেকে ব্যবসা করার ছাড়পত্র আদায় করার জন্য চার্নককে পাঠালো কোম্পানি। মোঘলরা এতদিন ধরে কোম্পানি যেভাবে হেনস্থা করেছে তার জবাব দিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন জোব চার্নক। বিপদ বুঝে ব্যবসার ক্ষতি হবে জেনে দিল্লির নবাব ঔরঙ্গজেব নরম হয়ে কোম্পানিকে বাণিজ্য করার সুযোগ তৈরি করে দিলেন। বাংলার শাসন কর্তা ইব্রাহিক খাঁর ডাককে উপেক্ষা করলেন না জোব চার্নক। তিনি এর সদব্যবহার করলেন। বাণিজ্যিক সুবিধা বুঝে নিতে দেরি করলেন না ইংরেজ বণিকেরা। ১৬৯১ সালে সুতানুটিতে চার্নকের সঙ্গে ১০০ ব্রিটিশ সেনা ছিল। ১৬৯২ সালে জানুয়ারিতে চার্নক পরলোকগমন করেন। কলকাতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চার্নকের নাম স্মরণ করে উইলিয়াম কেরি লিখেছেন- " His name is inseperably associated with the metropolis of British India, which he was accidentally the instrument of establishing, but there does not appear to have been anything great or even remarkable in his character"। আবার কবিতার সুর দিয়ে সাহেব Kipling লিখে গিয়েছেন' chance-directed, chance - erected City- 'Thus the midday halt of Charnock/ more is pity/ grew a city/ As the fungus sprouts chaotic from its bed / So it spread/ chance- directed, chance- erected laid and / build / on the silt"। চার্নকের পর কলকাতার হাল ধরতে আসেন মিস্টার আয়ার।

১৬৯৮ সালে কোম্পানি সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের কয়েকজন জমিদারদের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং ডিহি কলকাতা এই তিনটি গ্রামের স্বত্ব কিনে নেয়। এই স্বত্ব কেনার প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছিলেন বাংলার তৎকালীন সুবেদার আজিম-উজ-আম। এই অনুমতির বিনিময়ে ইংরেজরা তাঁকে দিয়েছিল ১৬ হাজার টাকা সেলামি বা নজরানা। আর সাবর্ণ রায়চৌধুরী পেয়েছিল মাত্র ১,৩০০ টাকা। তিনটি গ্রামের ওপরে কোম্পানির দখল কায়েম হল তার মধ্যে ডিহি কলকাতা আয়তনে বড় ছিল। প্রায় ২২০৬ বিঘে। তারপরে সুতানুটি -১৬৯২ বিঘে এবং গোবিন্দবুর ১১৭৮ বিঘে। অর্থাৎ মোট ৫০৭৬ বিঘে বা ১৬৯২ এক বিস্তৃত ভুখণ্ড ইংরেজ কোম্পানির দখলে এলো। সুতানুচি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর আয়তনের হিসাব কিন্তু 'বইনামা' বা বিক্রির দলিলে নেই। ১৭০০ সালে এই জমি জরিপ করা হয়েছিল। তার থেকেই হিসাব পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে কলকাতা শহর।

১৬৯৯ সালে ২০ ডিসেম্বর বাংলা মুলুকের স্বাধীনতাহীনতা ঘুচল। মাদ্রাজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি মর্যাদাল লাভ করল কলকাতা। সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতাকে নিজেদের দখলে রাখতে ১৬৯৬-৯৭ সালে কোম্পানি একটি কেল্লা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সময়ে জমিদার শোভা সিং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে কোম্পানি কেল্লা তৈরি করল ১৭০০ সালের ৮ আগস্ট। এই কেল্লার নামকরণ করা হল ফোর্ট উইলিয়াম। (ক্রমশ)

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার প্রভাব নিত্য প্রয়োজনে

চিত্তজিৎ দত্ত

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা, ভারতের অর্থনীতি;মুদ্রাস্ফীতি ও শেয়ারবাজারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে পশ্চিম এশিয়া বরাবরই এক অগ্নিগর্ভ অঞ্চল। ভূ-রাজনৈতিক টানা পোড়েন, যুদ্ধের আশঙ্কা, জ্বালানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা;সব মিলিয়ে এই অঞ্চল যখনই অস্থির হয়ে ওঠে, তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্ব অর্থ নীতিতে। সাম্প্রতিক সময়ে সেই অস্থিরতা নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও। মুদ্রাস্ফীতির চাপ, শেয়ারবাজারের অস্থিরতা এবং জ্বালানি নির্ভরতার প্রশ্ন;সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশ।

ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি আমদানি কারক দেশ। দেশের মোট তেল চাহিদার একটি বড় অংশই আমদানির উপর নির্ভরশীল, এবং সেই আমদানির বড় অংশ আসে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকে। ফলে ওই অঞ্চলে সামান্য অস্থিরতাও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলে। তেলের দাম বাড়লেই তার সরাসরি অভিঘাত পড়ে ভারতের অর্থনীতিতে;পরিবহন খরচ বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেই চাপ এসে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর।

মুদ্রাস্ফীতির প্রশ্নটি এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। এর সঙ্গে যদি জ্বালানির দাম আরও বৃদ্ধি পায়, তবে তা এক বহুগুণ প্রভাব সৃষ্টি করে। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়লে শুধু পরিবহন নয়, কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা;সব ক্ষেত্রেই খরচ বাড়ে। এই বাড়তি খরচ শেষ পর্যন্ত ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে মূল্যবৃদ্ধির চক্র আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু তারও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুদের হার

বাড়লে ঋণ নেওয়া ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, ফলে বিনিয়োগ কমে যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধা গ্রস্ত হতে পারে। অর্থাৎ, একদিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা;এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ।

শেয়ারবাজারের প্রতিক্রিয়াও এই অস্থিরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে পারেন, যা শেয়ারবাজারে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা বাড়লে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, এবং তারা ঝুঁকিপূর্ণ বাজার থেকে সরে গিয়ে নিরাপদ বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকতে পারেন। এর ফলে ভারতের শেয়ারবাজারে বিক্রির চাপ বাড়ে, সূচক পড়ে যায়, এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হন।

এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে;ভারত কতটা প্রস্তুত এই ধরনের বৈশ্বিক ধাক্কা সামলাতে? গত কয়েক বছরে অর্থনীতির নানা সূচকে উন্নতির ইঙ্গিত মিললেও, বহিরাগত ঝুঁকি এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত জ্বালানি নির্ভরতার ক্ষেত্রে দেশের স্বনির্ভরতা সীমিত। বিকল্প জ্বালানির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চললেও, তা এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা শুধু তেলের দামেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। ওই অঞ্চলে ভারতীয় প্রবাসীদের একটি বড় অংশ কর্মরত, এবং তাদের রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, তবে সেই আয়ের উপরও প্রভাব পড়তে পারে। একই সঙ্গে, বাণিজ্যিক পথ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে আমদানি-রপ্তানির উপরও তার প্রভাব পড়বে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভর্তুকি দেওয়ার প্রশ্ন, অন্যদিকে রাজস্ব ঘাটতির চাপ; এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ নয়। একই সঙ্গে, বাজারে আস্থা বজায় রাখা এবং বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করা জরুরি। নীতিগত স্বচ্ছতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন রয়েছে। বারবার বৈশ্বিক অস্থিরতার অভিঘাতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে হলে জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বাড়ানো, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি ও উৎপাদন সক্ষমতা উন্নত করার মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও একটি পরিণত ও স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা জরুরি, যেখানে স্বল্পমেয়াদি ওঠানামার প্রভাব কম পড়বে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, আর্থিক খাতে সংস্কার এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নতি এই ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

তবে সবকিছুর শেষে, এই পরিস্থিতি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়;বিশ্বায়নের যুগে কোনও দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয়। পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা যেমন ভারতের উপর প্রভাব ফেলে, তেমনি বিশ্বের অন্য প্রান্তের ঘটনাও আমাদের অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। তাই একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল এবং নমনীয় অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলাই ভবিষ্যতের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আজকের এই অনিশ্চিত সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। মূল্যবৃদ্ধি, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি;সব মিলিয়ে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি তারা। এই পরিস্থিতিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

রাজ্যসভার সাংসদের সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য

বুদ্ধদেব মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের লক্ষে এবং বিকাশের বার্তা নিয়ে রাজ্যসভা সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রবক্তা ডক্টর সুধাংশু ত্রিবেদীর সাংবাদিক সম্মেলন।

ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডক্টর সুধাংশু ত্রিবেদি কলকাতায় এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। উক্ত সম্মেলনে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য মিডিয়া কনভেনার প্রফেসর বিমল শঙ্কর নন্দ এবং কো-কনভেনার

চন্দ্রশেখর বাসোটিয়া। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি প্রধান মুখপাত্র শ্রী দেবজিত সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে ডক্টর ত্রিবেদি নানা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

বক্তব্যের শুরুতে শ্রী দেবজিত সরকার বলেন, পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং গত ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের 'অত্যাচার ও দুর্নীতির' বিরুদ্ধে মানুষ এখন মুক্তির পথ খুঁজছে।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন ড. সুধাংশু ত্রিবেদী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এখন তার চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এবং এক নির্ণায়ক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংকল্পও দৃঢ়ভাবে পরিবর্তনের পক্ষে সুসংহত হয়ে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অপরাধীদের দৌরাত্ম্য এবং বিপজ্জনক তুষ্টি করণের প্রবাহ;এই তিনটি বিষয় মিলেই রাজ্যের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং সমাজে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভয়ের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বাসের সংকল্প নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে নির্ণায়ক জনাদেশ দিতে প্রস্তুত।

প্রথমেই আমি এই পবিত্র ভূমিকে প্রণাম জানাই, যেখান থেকে আমাদের জাতীয়তাবাদের দুই মহান সুর;রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত জনগণ মন এবং জাতীয় গান বন্দে মাতরম; উদ্ভূত হয়েছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, এই নির্বাচনে এই মাটিতেই জাতীয়তাবাদের সেই শক্তিশালী সুর আবার উচ্চারিত হবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি ধ্বনিতা হবে।

একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক দের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগাতে সক্ষম হয়েছে যে উন্নয়নের সেই ধারাকে, যেখানে একসময় পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ছিল, আমরা পুনরুদ্ধার করব। আমরা ছোটবেলায় শুনতাম;ঝুলনি নে মারা ধাক্কা, বালম কলকাতা পৌঁছ গয়ে রে অর্থাৎ উন্নয়ন, শিল্প, অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। আজ সেই ধারা বদলে গেছে, আর সেটিকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। একদিকে কেন্দ্র সরকার নারী শক্তি বন্ধন আইন এনে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাইছে, অন্যদিকে বিরোধীরা সেই বিল পাশ না হওয়ায় যে উল্লাস করেছে, তা প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেই অট্টহাসি প্রতিটি নারীর হৃদয়ে আঘাত করেছে এবং তার প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে অবশ্যই দেখা যাবে।

একদিকে আমাদের সরকার মহিলাদের জন্য মুদ্রা যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, শৌচালয় নির্মাণ এবং প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার মাধ্যমে মালিকানার অধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সরকার বলছে;সন্ধ্যার পরে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া উচিত নয়। অপরাধের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন; যেখানে সারা ভারতে প্রায় ২২ু এর কাছাকাছি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩ু এর মতো।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

মিষ্টি প্রিয় রামায়ণের রাবণ

শঙ্করলাল কর্মকার

একটা কাহিনি শোনাই, বহু গবেষণালব্ধ। মনে হয় এখনও কেউ জানে না। আচ্ছা, ত্রিভুবনজয়ী রাবণ মিষ্টান্নপ্রিয় ছিল, এটা কেউ জানেন? জানেন না, ধরেই নিচ্ছি। আসলে, ছোটবেলা থেকে যে রামায়ণ পড়েছি তাতে কোথাও পাইনি কিন্তু ওই যে গবেষণালব্ধ! যাক গে, তো রামায়ণে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। রাবণ প্রচুর মিষ্টান্ন তৈরি করিয়েছে যুদ্ধে জিতে খাবে বলে। মানে সেলিব্রেশন করবে। এই তো মাত্র দুটো মানুষ আর কিছু বাঁদর। এদের হারাতে আর কতক্ষণ! এক এক করে যুদ্ধে পাঠায় আর পাকশালায় মিষ্টান্ন তৈরি করার আদেশ দেয়। আজ কুম্ভকর্ণ একাই সবাইকে মেরে চলে আসবে, আজ তরণীসেন সবাইকে কচুকাটা করবে- হলো না। মেঘনাদ আড়াল থেকে লড়াই করে জিতে আসবেই; সেলিব্রেশন হবে, কিন্তু না। এইভাবে অর্ধেক লঙ্কাপুরী মিষ্টান্নে ভরতি হয়ে গেছে। কিন্তু রাবণ মন খুলে মিষ্টান্ন খেতে পারছে না, আত্মীয় স্বজন মরে এলে কে আর সেলিব্রেশন করে? যাই হোক, মিষ্টান্নে ভরতি লঙ্কাপুরী। পিঁপড়ে ছেয়ে গেছে, যেখানে সেখানে কামড়ে দিচ্ছে। কেউ পাছা চুলকোচ্ছ, কেউ বগল চুলকোচ্ছে- সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। রথী-মহারথী, আত্মীয় স্বজন সব শেষ! এরপর রাবণকেই যুদ্ধ করতে যেতে হবে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে আদেশ দিয়ে গেছে, আরও মিষ্টান্ন তৈরি করার। এসে উল্লাস করবে। কিন্তু রামের হাতে রাবণ... রাম, রাবণকে হারিয়ে লঙ্কাপুরীতে ঢুকে দেখে পাহাড় পাহাড় মিষ্টান্ন। বিভীষণকে ডেকে বলল, আজ থেকে সব তোমার, এনজয়! বিভীষণ পড়ল ফ্যাসাদে, তার আবার মধুমেহ ছিল। রাজবৈদ্য মিষ্টান্ন খেতে স্ট্রিকটলি বারণ করেছে। অগত্যা রাম-লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্বুবাণ, হনুমান মিলে একটা বৈঠক করার পর রাম হনুমানকে আদেশ দিলো এই মিষ্টান্ন পাহাড়কে গন্ধমাদন পাহাড়ের মতো কোথাও রেখে আসতে। কিন্তু কোথায়? এদিকে রাম আবার খুব সাশ্রয়ী, নষ্ট করতে পারে না। তখন তো আর ফ্রিজ ছিল না। এদিকে এত মিষ্টান্নকে ভালো রাখতে হবে। আবার বৈঠক, শেষে রাম হনুমানকে বলল, পাঁচ হাজার মাইল দূরে মনোরম এক জায়গা আছে, সেখানে রেখে এসো।

প্রভুর আদেশ নিয়ে হনুমান সেই মিষ্টান্ন পাহাড় যেখানে রেখে এসেছিল সেটাই আজকের সুইটজারল্যান্ড। আর প্রভুর অসীম কৃপায় সুইটজারল্যান্ড পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি জায়গা। প্রভুর অসীম কৃপায় সবাই হনিমুন করার জন্য সুইটজারল্যান্ডের কথাই প্রথম ভাবে। যখন এই ওপরের ঘটনাটা লিখেছিলাম কেউ বিশ্বাস করেনি। এই রইলো প্রমাণ। রাবণ মিষ্টি এত ভালোবাসতো যে শ্রীলঙ্কার রাজা হয়েও সাইডে মিষ্টির ব্যবসাও করত কাউকে না জানিয়ে। রামায়ণে কোথাও ঠিক করে লিখিত নেই যে বারণ কী খেতে ভালোবাসতেন। তবে তারপরে বহু কবিরা রাবণ ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা বারণকে সমানে রেখে একের পর এক তাঁর ইচ্ছা এবং শখ নিয়ে বহু কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। রাবণ একদিনে যেমন বীর যোদ্ধা ছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার পেটুকও ছিলেন। কুম্ভকর্ণ যেমন পেটুক ছিলেন ঠিক সেই রকম রাবণও ভালো খাবার খেতে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। তিনি আবার ছানার পোলাও থেকে শুরু করে ছানার সন্দেশ রাবরি খেতেও খুবই ভালোবাসতেন। এই নিয়ে বহু বাঙালি লেখকেরা কম বই লেখেনি। তারা রাবণকে হিরো করে দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে রাম কোনও দিশা নেই।

সোনালী খাতুনেরা দেশে ফিরলেও তাদের ভবিষ্যত, অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২৭ এপ্রিল ঃ সপুত্র দেশে ফিরলেন, কিন্তু এখনও বেনাগরিক। অধিকার পান নি ভোট দেওয়ার। তাই উৎকণ্ঠা কাটছে না তার। স্বামী দিওয়ান সেখ পরদেশে। দুই সন্তান সহ তাদের ভবিষ্যত কী এই চিন্তায় গোটা পরিবার। সোনালীর বাবা ভদু সেখ বলেন, সোনালী ভোট দিতে পায়নি। বহুত চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই হলো না। সোনালীরা দুই বোন। সোনালী ও করিশ্মা। তারা দু'জনেই আমার কাছেই থাকে। বৌমা সীমা খাতুনও ভোট দিতে পায়নি। ভোটার তালিকায় এদের নাম নেই। শুধুমাত্র আমার নাম, আমার স্ত্রী জোৎস্না বিবি ও ছেলে সুরজ সেখের নাম আছে। কারণ ২০০২ ভোটার তালিকায় আমাদের নাম ছিলো। এখন প্রশ্ন, ভোট ম্যাপিং নিয়মে বাবা- মায়ের নাম থাকলেও, এদের নাম কী করে বাদ যায়? কাগজ দিয়েও, তাদের কোন সুরাহা না হওয়ায়, এই পরিবার চিন্তিত। আদালত দেশে ফেরার অনুমতি দিলেও, সুনালীর পরিবার কবে নাগরিক হতে পারবেন, সেই চিন্তা তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। সরকারি সুবিধা সোনালী পান নি। সুনালীর প্রতি দেশের আদালত সহানুভূতিশীল, দেশের মানুষ সহানুভূতিশীল, তবুও গলস ওয়ার্দির জাস্টিস গল্পের নায়ক ফল্ডারের মতো, বিচার কী তারা পাবেন না? এই ব্যাপারে উপপ্রধান আব্দুল হাই বলেন, আমরা সবাই সুনালী খাতুনের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিডিও থেকে প্রশাসন সবাই তার কষ্ট ও যন্ত্রনা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের হাতে কিছু নেই। ভোটার লিস্টে নাম ওঠাতে পারলাম না।

উত্তর হাওড়ায় বিজেপির শেষ লগ্নের প্রচারে রোড শো করলেন মহাগুরুর

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৭ এপ্রিল ঃ উত্তর হাওড়ায় বিজেপির শেষ লগ্নের প্রচারে রোড শো করলেন 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী। সোমবার প্রচারের শেষ লগ্নে উত্তর হাওড়া বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই এর সমর্থনে বিশাল রোড শো করেন বলিউডের ওই সুপারস্টার। আগামী বুধবার দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শেষ লগ্নের প্রচারে উত্তর হাওড়ার বিজেপির প্রার্থী উমেশ রাই - এর প্রচারে আসেন মিঠুন। এদিন উত্তর হাওড়ার বাবুডাঙা থেকে ওই রোড শো শুরু হয়। উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে প্রচার শেষ হয় সালকিয়ার বাঁধাঘাটে বড়মা'র মন্দিরের সামনে। শেষ লগ্নের এই প্রচারে এদিন বিজেপির কর্মী সমর্থকদের ঢল ছিল চোখে দেখার মতো। হুডখোলা গাড়িতে উমেশ রাইকে পাশে নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী এদিন প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন। রাস্তার দুধারে বলিউড স্টারকে দেখতে উপচে পড়া মানুষের ভিড় ছিল। পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্সের উপস্থিতি ও নজরদারিতে এই রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রীর ছবির উপর চুন লাগানোর অভিযোগ, এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ এপ্রিল ঃ মধ্য হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়ের নির্বাচনী ব্যানারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির উপর চুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনায় সোমবার সকালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। নির্বাচনের মাত্র ৪৮ ঘন্টা আগে এই ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে, মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২৬ নং ওয়ার্ডে অরূপ রায়ের প্রচারে লাগানো হয়েছিল ওই নির্বাচনী ব্যানার। সেই ব্যানারেই ছিল তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবি। অভিযোগ, সেই ছবির মুখের উপর 'চুন' লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র বলেন, মধ্য হাওড়ার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রসন্ন কুমার বসু লেনে শিব ও মিঁয়া সুলেন বুথে ওই ঘটনা ঘটে। মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে চুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা খবর পেয়েই পার্টির কর্মীরা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে কমিশনের লোকেদের দিয়েই সেই চুন মুছিয়ে দিয়েছি।

পরিযায়ী শ্রমিককে অপহরণ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ ভিন রাজ্যে কাজের সুযোগের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা জেলায়। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার অন্তর্গত দাল্লা এলাকায়। অপহৃত শ্রমিকের নাম উমেশ রায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উমেশ দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সেই সূত্রেই গতকাল সকালে গাজোল থানার গুয়াতোড় এলাকার বাসিন্দা, পেশায় লেবার সরবরাহকারী মুকুল বিশ্বাস তাঁদের বাড়িতে আসে। পরিবারের অভিযোগ, বেঙ্গালুরুতে কাজের কথা বলে উমেশকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় সে। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ আচমকাই পরিবারের কাছে একটি ফোন আসে। অভিযোগ, ফোনে জানানো হয় উমেশকে অপহরণ করা হয়েছে এবং তাঁর মুক্তির জন্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এই খবর পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। উমেশের বাবা হীরেন রায় জানান, ছেলেকে কাজের নাম করে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পরই এই ঘটনা। এখন টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর পরিবার প্রথমে হবিবপুর থানার দ্বারস্থ হয়। তবে সেখানে সন্তোষজনক সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মালদা জেলা পুলিশ সুপার এবং আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/০৮ তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৬
সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া (নিউ ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, ৫ম তল, রেলওয়ে মিউজিয়ামের কাছে, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া) হাওড়া ডিভিসনের স্টেশন চত্বর ও সার্কুলেটিং এরিয়ায় তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য বাণিজ্যিক প্রচার সত্ত্বের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-০৮, অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৫.২০২৬ বেলা ১২টা। **ক্র.নং. এসইকিউ নং.; লট নং. ও বিবরণ** নিম্নরূপঃ **১**; এএ/১; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬-২৫-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং কাটোয়া স্টেশন-এর সার্কুলেটিং এলাকায় রেলওয়ের স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **২**; এএ/২; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-১৫৭-২৫-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং নবদ্বীপ ধাম স্টেশন-এর সার্কুলেটিং এলাকায় রেলওয়ের স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **৩**; এএ/৩; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-ওএইচ-১৬০-২৫-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং ডানকুনি স্টেশন-এর সার্কুলেটিং এলাকায় রেলওয়ের স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **৪**; এএ/৪; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এজেড-ওএইচ-১৬৩-২৫-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং আজিমগঞ্জ স্টেশন-এর সার্কুলেটিং এলাকায় রেলওয়ের স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **৫**; এএ/৫; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-ওএইচ-১৬০-২৫-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং আরামবাগ স্টেশন-এর সার্কুলেটিং এলাকায় রেলওয়ের স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে রেল সংক্রান্ত তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **৬**; এএ/৬; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১০-২৫-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং কাটোয়া স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে কলোনিতে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **৭**; এএ/৭; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-১৪২-২৬-১** (অ্যাডভার্টাইজিং– আউট অফ হোম) এবং হাওড়া স্টেশন-এর মনুমেন্টাল ফ্ল্যাগ এলাকার সামনে ০৪ (চার)টি গ্লোবল টাওয়ার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান।
(HWH-35/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ছিলেন না প্রচারে .. যদিও কোচবিহারের বেশ কয়েকটি আসনে ফ্যাক্টর রবি ঘোষ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রথম দফা নির্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কোচবিহারের ৯টি আসনে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন আগামী ৪ তারিখ তার ফল বেরোবে। যদিও নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচারে ব্রাত্য বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেসের ২২ বছরের জেলা সভাপতি ২০১৬ সালে নাটাবাড়ি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। যদিও ২০২১ শে নাটাবাড়ি কেন্দ্র থেকেই তিনি পরাজিত হন। পরবর্তীতে কোচবিহার পৌরসভায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়ে পৌরপতি হন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক উল্টোপুরান দেখেছেন তিনি। নির্বাচনের বেশ খানিকটা সময় আগে থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠী বনাম তৃণমূল - কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক গোষ্ঠীর লড়াই। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল একদম প্রকাশ্যে আসে। পুরোকর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে চাপের মুখে পড়েন তৎকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নির্বাচনের মাস দুয়েক আগেই শুরু হয় চরম অশান্তি। রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে পদত্যাগের কথা বলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি যদিও তাতে তিনি আমল দেননি পরবর্তীতে তিনি জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে পদত্যাগ করতে বলায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের পরদিন থেকেই নাটাবাড়ি কেন্দ্রে জনসংযোগে মন দেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রার্থী হচ্ছেন নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে। এরপর নির্বাচন ঘোষণা হয় নির্বাচন ঘোষণা হতেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই তাতে নাম থাকে না প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর। যদিও নাম ঘোষণার পরের দিন একরাশ দুঃখ ক্ষোভ নিয়ে তিনি বলেন - কি কাজ করব আমাকে তো দল গুরুত্ব দিলো না। এরপর থেকে ২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে তাকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। যদিও নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার সফরে এলে তাকে একই গাড়িতে নিয়ে মঞ্চে উঠেন। মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার থেকে চলে যাবার পর সাংবাদিকদের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন তাকে কেউ প্রচারের জন্য ডাকেননি, তাই তিনি যাননি। যদিও সাংবাদিকরা পাল্টা প্রশ্ন করেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন মিথ্যে কথা বলছে। কেউ যদি মনে করে আমি গেলে সে হেরে যাবে তাহলে আমি কেন প্রচারে যাব। এমত অবস্থায় কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। গত বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার শহরে প্রায় ১৮ হাজার ভোটে পিছিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা হতেই শহরে জোরকদমে প্রচার সারে তৃণমূল প্রার্থী। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পৌরসভার চেয়ারম্যানের পথ থেকে পদত্যাগ করার পর কোচবিহার পাঁচ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপক সাহা কে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয় তারপর থেকেই কোচবিহার শহরের পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন পুকুর সংস্কার সহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে অভিজিত দে ভৌমিক। প্রশ্ন উঠছে পরিষেবা উন্নত করে তাহলে কি বৈতরণী পার পাবেন তিনি ? যদিও কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জয়ের বিষয়ে ১০০ আশাবাদী। গত বিধানসভা নির্বাচনেও কোচবিহার শহর থেকে ভালো ফলাফল করে বিজেপি প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডেই এগিয়েছিল তারা। এমতাবস্থায় দক্ষিণ বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়লাভ করতে হলে ভরসা গ্রামাঞ্চলের ৯ টি পঞ্চায়েত এলাকা। যদিও গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী বলে পরিচিত খোকন মিঁয়া তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করেন এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী হন। উল্লেখ্য কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে ৩১ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে। এমত অবস্থায় খোকন মিঁয়া কংগ্রেসের যোগদান করে প্রার্থী হওয়ার পিছনে তাহলে কি অলক্ষে হাত রয়েছে কারোর ? অপরদিকে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দীর্ঘদিন জনসংযোগের কারণে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী সংখ্যাও যথেষ্ট। ২০১৬ সালে বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করেন। দীর্ঘ ২২ বছর তৃণমূল - কংগ্রেসের সভাপতি থাকার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে জেলার তার কিছুটা হলেও আধিপত্য রয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের দাবি। এমত অবস্থায় নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠী অনুগামী বনাম জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক অনুগামীদের বিবাদ যেভাবে প্রকাশ্যে আসে তাতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠীর অনুদানের ভোট আদৌ কি পর্বে তৃণমূলে ? দীর্ঘ সময় সক্রিয় রাজনীতিতে থাকার পর ২৬- এর বিধানসভার আগে পুরোপুরি বিশ্রামে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তিনি বলেন দল যখন বিশ্রাম দিয়েছে তখন বিশ্রাম নেওয়াই ভালো। যদিও মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ কিছু ঘুরিয়ে মন্তব্য করেন তিনি জানিয়ে রীতিমত চর্চা কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে। এমত অবস্থায় কোচবিহারের নটি বিধানসভায় ৯৪ শতাংশ বেশি ভোট পড়ায় আশায় বুক বাঁধছে বিজেপি। দিনহাটা সিতাই নাটাবাড়ি মেখলিগঞ্জ গুলিতে তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত বলেই মনে করছেন তারা। একদিকে যখন উন্নয়নের নিরিখে ভোট চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক সেই দিকে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতিকে এই হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এমতাবস্থায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠীর অনুগামীরা কোন পথে? রাজনৈতিক মহলের দাবী যেভাবে নির্বাচনের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কোন নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চেও দেখতে পাওয়া গেল না তাতে আখিরে ক্ষতি হবে তৃণমূলের অন্দরে। যদিও জেলার নটি আসনেই জেতার বিষয়ে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব ইতিমধ্যে তারা জেলা সদর কার্যালয়ে জেতার পরে মে মাস পর্যন্ত বিজয় মিছিল নিষিদ্ধ করে রেখেছেন যেকোনো রকম অশান্তি এরাতে। তাহলে কি ঘাসফুল দ্বন্দ্ব মিটে ভোট পরবে ঘাসফুলে নাকি এবারের ভোটে কোচবিহারের কিং মেকার হবেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ প্রশ্নই এখন সর্বত্র। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে আর মাত্র কটা দিন।

ভোট মিটতেই লালগোলায় 'খুন' ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল ঃ সোমবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ভাগীরথী নদী বক্ষে লালগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা সভানেত্রীর স্বামীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম নাজির শেখ (৪৯)। তাঁর বাড়ি লালগোলা থানার অন্তর্গত ফকিরপাড়া এলাকায়। রবিবার দুপুর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন নাজির। নাজিরের স্ত্রী হাসেন বানু বিবি, বর্তমানে লালগোলা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর পদে আসীন রয়েছেন। মুর্শিদাবাদের ভোট মিটতেই তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যে নাজিরের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুর ১২ টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জের বৈকুন্ঠপুর ঘাটে কয়েকজন ব্যক্তি স্নান করছিলেন। সেই সময় ভাগীরথী নদী দিয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ ভেসে যেতে দেখে এক ব্যক্তি দেহটি পাড়ের কাছে তুলে আনেন। এরপরই রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ মৃত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। লালগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির আহ্বায়ক রুমা ব্যানার্জি বলেন,হাসেন বানু বিবি আমাদের দলের মহিলা ব্লক সহ নেত্রী। যদিও তাঁর স্বামী বর্তমানে সক্রিয় কোনও রাজনীতি করতেন না। হাসেন বানু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রায় প্রতিদিন প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল রাতে ব্লক মহিলা সভানেত্রী আমাকে নাজিরের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। এরপর রাতেই আমি তাঁকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। সোমবার সকালেও হাসেন বানু বিবি স্বামীর সন্ধানে লালগোলা থানায় গিয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা খবর পাই নাজিরের দেহ রঘুনাথগঞ্জে ভাগীরথী বক্ষে উদ্ধার হয়েছে। রুমা ব্যানার্জি বলেন, এটি খুন, না আত্মহত্যা, না দুর্ঘটনা জনিত কারণে মৃত্যু সেই সম্পর্কে আমরা কেউই নিশ্চিত নই। তবে হাসেন বানু আমাকে জানিয়েছে তাঁদের পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না। গতকাল দুপুরে সে বড় মেয়েকে জঙ্গিপুরে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার দেখানোর জন্য। বাড়ি ফিরে এসে সে আর স্বামীকে দেখতে পায়নি। সূত্রের খবর, রবিবার দুপুরে আড়াইটা নাগাদ বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বের হয়ে গিয়েছিলেন নাজির। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত সে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে। মৃত ওই ব্যক্তির ছেলে নাদিম হাসান শেখ বলেন, গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত বাবার সন্ধান না পেয়ে আমরা এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে শুরু করি। গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ বাবাকে আমাদের পাশের পাড়ার শেষবারের মতো সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে। এরপর তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তার কিছুই আমরা জানিনা। নাদিম দাবি করেন, আমার ধারনা বাবাকে খুন করা হয়েছে। তবে এই খুনের পেছনে কে বা কারা দায়ী তা আমরা এখনও জানিনা।

উত্তর রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের ডাইভার্সন

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ ০৪.০৫.২০২৬ থেকে ২৭.০৫.২০২৬ পর্যন্ত উত্তর রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের জৌনপুর জং স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের জন্য নন-ইন্টারলকিং ইন্টারলকিং -এর কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিম্নরূপ ডাইভার্ট করা হবেঃ ২২৩২৩ কলকাতা - গাজীপুর শহর শব্দভেদী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৭.০৫.২০২৬, ১৪.০৫.২০২৬ এবং ২১.০৫.২০২৬ তারিখে) এবং ২২৩২৪ গাজীপুর শহর-কলকাতা শব্দভেদী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ২০২৫.২০২৬.২০২৬) দীনদয়াল উপাধ্যায় - বারাণসী - বারাণসী সিটি - অনরিহার এর পরিবর্তে দীনদয়াল উপাধ্যায় - বারাণসী - জৌনপুর - অনরিহার জৌনপুরে স্টপেজ এড়িয়ে যাওয়া হবে। ১৫৭৪৩ বালুরঘাট - ভাটিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৪ এবং ২৬.০৫.২০২৬ তারিখে) এবং ১৫৭৪৪ ভাটিন্ডা - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু, ১৯, ৫১ মেন ২১, ২২, ২৪ এবং ২৬.০৫.২০২৬) জাফরাবাদ-সুলতানপুর- লখনউ-এর পরিবর্তে জাফরাবাদ-শাহগঞ্জ-অযোধ্যা ক্যান্ট- লখনউ হয়ে জৌনপুর, শাহগঞ্জ, মালিপুর, আকবরপুর, গোসাইনগঞ্জ, অযোধ্যা, সোহদাওয়ালা, রৌদহম ক্যান্ট-এ স্টপেজ এড়িয়ে যাবে। এবং বারাবাঙ্কি। ১৩০০৯ হাওড়া - যোগ নগরী ঋষিকেশ দূন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১২.০৫.২০২৬ থেকে ২৬.০৫.২০২৬ পর্যন্ত) এবং ১৩০১০ যোগ নগরী ঋষিকেশ-হাওড়া দূন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে এবং ১২.০৫.২০৬২০২০-২০২৬ তারিখে শুরু হবে)। বারাণসী হয়ে - এমবিডি প্রতাপগড় - লক্ষ্ণৌ এর পরিবর্তে বারাণসী - অযোধ্যা ক্যান্ট - লখনউ স্টপেজ এড়িয়ে যাচ্ছেন বাবাপুর, খালিসপুর, জালালগঞ্জ, জাফরাবাদ, জৌনপুর, শাহগঞ্জ, বিলওয়াই, মালিপুর, আকবরপুর, গোসাইনগঞ্জ, অযোধ্যা ধাম, অযোধ্যা ক্যাঃট, সোহাওয়ালাগঞ্জ, সোহলগঞ্জ, সোহলগঞ্জ বারাবাঁকি। অধিকন্তু, ১৩০০৯ হাওড়া - যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস এবং ১৫৭৪৪ ভাটিন্ডা - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস (উভয় যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৩.০৫.২০২৬ এবং ০৪.০৫.২০২৬) পথে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

নবদ্বীপে শ্রাবন্তীর মেগা রোড শো ঘিরে জনজোয়ার, তৃণমূল প্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষর সমর্থনে উৎসবের আবহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ এপ্রিল ঃ ভোট বড় বালাই- সোমবার নবদ্বীপে শাসক দলের নির্বাচনী প্রচারের ছবিটা যেন সেই প্রবাদকেই

ফের সত্যি প্রমাণ করল। শ্রীচৈতন্যধামে ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারের মঞ্চ কার্যত এক বিশাল জনউৎসবে রূপ নিল। অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এই রোড শো ঘিরে এমন এক উন্মাদনা তৈরি হয়, যা রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ছাপিয়ে একপ্রকার জনসমাবেশে পরিণত হয়েছিল। সকাল গড়াতেই নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রধান সড়ক থেকে অলিগলি-সর্বত্রই ছিল মানুষের ভিড়। তৃণমূল প্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহার সমর্থনে ফুলে সাজানো হুডখোলা গাড়িতে চেপে এদিন রোড শো করেন শ্রাবন্তী। তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে জমায়েত হন হাজার হাজার মানুষ। এদিনের কর্মসূচিতে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকেও অনেককে হাত নেড়ে প্রিয় তারকাকে অভিবাদন জানাতে দেখা যায়। ভিড়ের মধ্যে মোবাইল ফোনে ছবি ও ভিডিও তোলার হিড়িক ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গোটা এলাকাজুড়ে যেন এক মেলার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। প্রচারের মাঝেই একাধিকবার গাড়ি থামিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় শ্রাবন্তীকে। তাঁর এই সহজ জনসংযোগ স্থানীয়দের মধ্যে আলাদা সাড়া ফেলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। রোড শো-তে প্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহাসহ স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে,নির্বাচনের শেষলগ্নে ভোটারদের সঙ্গে এই ধরনের আবেগের সংযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নবদ্বীপে এদিনের বিপুল জনসমাগম নির্বাচনী লড়াইয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। এখন দেখার, এই উপচে পড়া ভিড় শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়। তবে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আগামী ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

লাদাখে নতুন পাঁচটি জেলা, ঘোষণা উপরাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ লাদাখে নতুন পাঁচটি জেলা গঠনের কথা সোমবার ঘোষণা করলেন উপরাজ্যপাল ভি. কে. সাক্সেনা। এর ফলে লাদাখের মোট জেলার সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৭-এ। এ দিন তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, লাদাখের জন্য এ এক ঐতিহাসিক দিন। লাদাখের মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি এবং আকাঙ্ক্ষার পূরণ হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আগেই অনুমোদন দিয়ে রেখেছিল। এ দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন পাঁচটি জেলা ঘোষিত হল। এত দিন লাদাখে দু'টি জেলা ছিল- লেহ ও কার্গিল। নতুন জেলা হচ্ছে নুব্রা, শাম, চাংথাং, জানস্কার এবং দ্রাস। উপরাজ্যপাল ভি. কে. সাক্সেনা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'উন্নত ও সমৃদ্ধ লাদাখ' গড়ার যে লক্ষ্য, এই পদক্ষেপ তারই অংশ। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই নতুন জেলাগুলি তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল।

ভোটের আগে পূর্বস্থলীতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনাঃ আহত ৪, পথ অবরোধ স্বপন দেবনাথের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল ঃ ভোটের মাত্র দু'দিন আগে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় এলাকা। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা অঞ্চল। ঘটনায় উভয় পক্ষের একাধিক কর্মী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় নাদনঘাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিজেপির একটি মিছিল সমুদ্রগড়ের দিকে এগোচ্ছিল। সেই সময় নসরপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা

সংঘর্ষে রূপ নেয়। শুরু হয় ইঁটবৃষ্টি ও পাল্টা আক্রমণ, পরে হাতাহাতি ও ব্যাপক মারধরের ঘটনাও ঘটে। যদিও ঘটনার দায় একে অপরের উপর চাপিয়েছে দুই পক্ষই। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, তাদের কর্মীরা পার্টি অফিসে উপস্থিত থাকাকালীন হঠাৎ করেই বিজেপি কর্মীরা আক্রমণ চালায়। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, তারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছিল, সেই সময় তৃণমূল কর্মীরাই আগে হামলা চালায় এবং সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তাদের উপর চড়াও হয়। এই সংঘর্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের অমল হালদার ও সানশা আলি শেখ এবং বিজেপির কমল দাস ও সৌভিক পান আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের নেতৃত্বে নসরপুর পার্টি অফিসের সামনে পথ অবরোধ করা হয়। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে সমুদ্রগড় ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া পুলিশি নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে ভোটের মুখে এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে।

ভোটের আগে আমতায় কংগ্রেস প্রার্থীর বর্ণাঢ্য টোটো র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমতা কেন্দ্রে রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। সোমবার প্রচারের শেষলগ্নে এই বিধানসভা এলাকায় নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করল কংগ্রেস শিবির। এদিন সকাল থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী

তাঁর কয়েকশো অনুগামীকে নিয়ে চষে ফেললেন এলাকার অলিগলি। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই দীর্ঘ প্রচার অভিযান দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়, যা আমতার জয়পুর এলাকা থেকে শুরু হয়ে গিয়ে শেষ হয় খালনা মোড়ে। সোমবার সকালে এলাকায় এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। প্রথাগত বড় গাড়ির পরিবর্তে প্রার্থী বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের যান 'টোটো'। কয়েক ডজন সুসজ্জিত টোটোর একটি দীর্ঘ সারি জয়পুর থেকে যখন খালনা মোড়ের দিকে এগোতে থাকে, তখন রাস্তার দুই পাশে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভি। জমে যায়। দলীয় পতাকায় ঢাকা টোটোতে চড়ে প্রার্থী প্রতিটি মোড়ে মোড়ে সাধারণ মানুষের সাথে হাত মেলান এবং বয়স্কদের আশীর্বাদ নিতে দেখা যায়। মূলত সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়াই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।ড্এই প্রচারের বিশেষত্ব ছিল সাধারণ মানুষের সাথে প্রার্থীর সরাসরি ও নিবি। জনসংযোগ। জয়পুর থেকে খালনা মোড় পর্যন্ত যাত্রাপথে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। কোথাও গৃহবধূরা প্রার্থীকে বরণ করে নেন, আবার কোথাও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাঁকে পুষ্পমাল্য দিয়ে সংবর্ধনা জানান। মিছিলে থাকা কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস ও স্লোগানে সোমবার সকালে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রচার চলাকালীন প্রার্থী বলেন, তিনি উন্নয়নের বার্তা নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দেয়। আমতার রাজনৈতিক সমীকরণে এই শেষ বেলার নিবি। প্রচার কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার বিষয়। সোমবারের এই বর্ণাঢ্য র‍্যালিকে কংগ্রেসের একটি সফল কর্মসূচি হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই. সিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-০২-২৬-২৭, তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ** ডিওয়াই.সিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-০২-২৬-২৭, **কাজের নামঃ** কেন্দ্রীয় হাসপাতালের অবশিষ্ট সকল ওয়ার্ড ও অফিসের জন্য কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনিং-এর ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩,৫৩,৪৫,৪৩৭.৬৭ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৭,০৬,৯০০.০০ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডাবল স্ট্র্যাপসহ ৯ টন ডাবল আই অ্যাডজাস্টার-এর সরবরাহ ও স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/এলএমজি/০৬ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচইএমওডি৫১আর২, **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের অধীনে নব-বিদ্যুতায়িত সেকশনসমূহে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-এর জন্য ডাবল স্ট্র্যাপসহ ৯ টন ডাবল আই অ্যাডজাস্টার-এর সরবরাহ ও স্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,১৪,৬২,১৫০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৯,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩০০৯/ ০৩০১০ **ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন ও গঠন অনুযায়ী চলবে:—

ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি)			০৩০০৯ ০৩০১০	আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি	-	০০.৩০	↓ ডানকুনি জং.	২৩.৩০	-	সোম
	০৩.০০	০৩.০৫	আসানসোল জং.	১৯.৫০	১৯.৫৫	
	০৪.৫৮	০৫.০০	জসিডি জং.	১৭.৫০	১৭.৫২	
	০৭.৪০	০৭.৪২	কিউল জং.	১৪.৩০	১৪.৩২	
	১৭.৪০	১৭.৪৫	প্রয়াগরাজ জং.	০৩.০০	০৩.০৫	
রবি	১১.০০	-	আনন্দ বিহার (টি)↑	-	১৫.০০	রবি

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান জং., দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর জং., ঝাঝা, শেখপুরা জং., নওয়াদা, তিলাইয়া জং., গয়া জং., অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরি অন সোন, সাসারাম জং., ভাবুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়ালা উপাধ্যায় জং., মির্জাপুর, গোবিন্দপুরী, ইটাওয়া জং. ও টুন্ডলা জং. স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন : ডানকুনি থেকে ০৩০০৯ :** ০৯.০৫, ১৬.০৫, ২৩.০৫, ৩০.০৫.২০২৬, ০৬.০৬, ১৩.০৬, ২০.০৬ ও ২৭.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার) এবং **আনন্দ বিহার (টি) থেকে ০৩০১০ :** ১০.০৫, ১৭.০৫, ২৪.০৫, ৩১.০৫.২০২৬, ০৭.০৬, ১৪.০৬, ২১.০৬ ও ২৮.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = প্রতিটি ৭ ট্রিপ। **গঠন:** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৪, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৬,এসএলআরডি - ১ = ২২ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস। **বি.দ্র. :** ০৩০০৯ ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি) স্পেশাল ট্রেন ২৩.০৫.২০২৬ তারিখে (যাত্রা শুরুর তারিখ) চলবে না এবং ০৩০১০ আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন ২৪.০৫.২০২৬ তারিখে (যাত্রা শুরুর তারিখ) চলবে না।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

দেশ-বিদেশ

৬০ পর্যন্ত রিটার্নের সম্ভাবনা! ব্রোকারেজের নজরে ১০টি হাই-গ্রোথ মিডক্যাপ শেয়ার, বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ তুঙ্গে

মুম্বই, ২৭৭ এপ্রিল ঃ ভারতের শেয়ারবাজারে আবারও জোরালো আশাবাদের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দেশের শীর্ষ ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি এমন ১০টি মিডক্যাপ শেয়ারের নাম সামনে এনেছে, যেগুলিতে আগামী দিনে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ঊর্ধ্বগতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই সুপারিশ প্রকাশ্যে আসতেই খুচরো ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আগ্রহ দ্রুত বেড়ে গিয়েছে। এই তালিকায় জায়গা পেয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র- ক্যাপিটাল গুডস, ফার্মাসিউটিক্যালস, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ভোক্তা পণ্য। বিশ্লেষকদের মতে, বাজার এখন শুধু স্থিতিশীলতার দিকে নয়, বরং উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার দিকেও নজর দিচ্ছে। সেই কারণেই মিডক্যাপ সংস্থাগুলি আবারও বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। গত এক বছরে লার্জক্যাপ শেয়ারগুলি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন দিলেও, উচ্চ বৃদ্ধির খোঁজে থাকা বিনিয়োগকারীদের কাছে মিডক্যাপ এখন বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ভারতের অর্থনীতি বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও স্থিতিশীল গতিতে এগোচ্ছে, ফলে মাঝারি মাপের সংস্থাগুলি তাদের স্কেল বা।িয়ে দ্রুত লাভজনক অবস্থানে পৌঁছতে পারছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্রোকারেজ রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচিত এই সংস্থাগুলির অনেকেই ইতিমধ্যেই শক্তিশালী রাজস্ব বৃদ্ধি, উন্নত মার্জিন এবং মজবুত অর্ডার বুক প্রদর্শন করেছে। বিশেষ করে ক্যাপিটাল গুডস সেক্টরের সংস্থাগুলি সরকারের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উপাদন-ভিত্তিক

প্রণোদনা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ায় এই সংস্থাগুলির ভবিষ্য আয়ের দৃশ্যপট আরও স্পষ্ট হচ্ছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল খাতেও বেশ কিছু মিডক্যাপ সংস্থা বিশ্লেষকদের নজর কেড়েছে। নতুন ওষুধের পাইপলাইন, রফতানি বৃদ্ধি এবং মান নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশীলতা-এই তিনটি কারণেই এই সংস্থাগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে স্পেশালিটি ড্রাগ এবং কঃট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে প্রবেশ তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রেও একাধিক মিডক্যাপ সংস্থা আলোচনায় রয়েছে। ভারত দ্রুত সবুজ শক্তির দিকে ঝুঁকছে, ফলে সৌর সরঞ্জাম উপাদন ও গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংক্রান্ত সংস্থাগুলি ব্যাপক বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে। ব্রোকারেজদের মতে, আগামী কয়েকটি ত্রৈমাসিকে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরকারি নীতিগত সহায়তা এই সংস্থাগুলির মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও মিডক্যাপ সংস্থাগুলির গুরুত্ব বা।ছে। যেখানে বড় আইটি সংস্থাগুলি বাজার দখল করে আছে, সেখানে ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলি ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ক্লাউড পরিষেবার মতো বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এই সংস্থাগুলির ব্যবসার সুযোগ বাড়ছে। অন্যদিকে, ভোক্তামুখী মিডক্যাপ সংস্থাগুলিও ইতিবাচক রেটিং পেয়েছে। গ্রামীণ চাহিদা ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হচ্ছে এবং শহুরে খরচ স্থিতিশীল রয়েছে-এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে এই সংস্থাগুলি নতুন বাজার দখল করতে সক্ষম হচ্ছে। বিক্রির পরিমাণ বাড়লে অপারেটিং লিভারেজের সুবিধায় তাদের মুনাফাও দ্রুত বাড়তে পারে। তবে এত সম্ভাবনার মধ্যেও সতর্কবার্তা দিতে ভুলছেন না বিশেষজ্ঞরা। মিডক্যাপ শেয়ারে বিনিয়োগে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। বাজারে ওঠানামা বেশি হয় এবং সংশোধনের সময়ে তার প্রভাবও তীব্র হতে পারে। তাই একসঙ্গে বেশি বিনিয়োগ না করে বৈচিত্র্য বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছে ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, মিডক্যাপের প্রতি নতুন করে আগ্রহের পিছনে রয়েছে সংস্থাগুলির উন্নত ব্যালান্স শিট এবং দেশীয় বিনিয়োগ প্রবাহ। বিশেষ করে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ধারাবাহিক প্রবাহ বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করছে। তবে মূল্যায়ন বা ভ্যালুয়েশন নিয়েও সতর্ক থাকতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ৬০ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্নের পূর্বাভাস মূলত আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। যদি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগে বা নির্দিষ্ট খাতে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে এই পূর্বাভাস বদলে যেতে পারে। সব মিলিয়ে, যারা কিছুটা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, তাদের জন্য এই ১০টি মিডক্যাপ শেয়ার ব। সুযোগ এনে দিতে পারে। ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যে দীর্ঘমেয়াদি ধারা তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সংস্থাগুলি ভবিষ্যতে ব। ভূমিকা নিতে পারে। এখন দেখার, ব্রোকারেজের এই আশাবাদ বাস্তবে কতটা সফল হয়।

বড় ধাক্কা ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ে! পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করল আরবিআই কঠোর বার্তা নিয়ন্ত্রকের

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল ২০২৬ ঃ ভারতের আর্থিক খাতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, Paytm Payments Bank-এর ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা মানতে ব্যর্থ হওয়া এবং একাধিক গুরুতর অনিয়মের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র তরফে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কটির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বারবার সতর্কতা, নির্দেশ এবং সংশোধনের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সংস্থাটি নিয়ম মেনে চলতে পারেনি। ফলে শেষ পর্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই সিদ্ধান্তের ফলে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক আর স্বাভাবিক ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম চালাতে পারবে না, যদিও গ্রাহকদের স্বার্থে কিছু অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা রাখা হবে। এই ঘোষণার পর আর্থিক বাজারে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির শেযারে বড় ওঠানামা লক্ষ্য করা গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দিচ্ছে-ডিজিটাল উদ্ভাবন যতই এগিয়ে যাক না কেন, তা অবশ্যই শক্তিশালী নিযন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে থাকতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আবারও জানিযেছে, আমানতকারীদের সুরক্ষা এবং আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। উল্লেখ্য, পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। সেভিংস অ্যাকাউন্ট , ওয়ালেট পরিষেবা এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তারা, বিশেষ করে শহরতলি ও গ্রামীণ এলাকায়। প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা এবং বিস্তৃত মার্চেন্ট নেটওয়ার্কের জোরে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই ব্যাঙ্ক। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সংস্থাটিকে ঘিরে নিয়ন্ত্রক নজরদারি বাড়তে থাকে। মূলত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ‘ (Know Your Customer) নিয়ম মেনে চলা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও নির্দিষ্ট অনিয়মের বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি, তবুও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ইঙ্গিত দিয়েছে যে বহু ক্ষেত্রেই ঘাটতি থেকে গিয়েছিল। গ্রাহকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবরও দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।। জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমানত বীমা প্রকল্পের আওতায় সুরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি, গ্রাহকদের যেন সমস্যয় পড়তে না হয, সেই জন্য ধাপে ধাপে পরিষেবা বন্ধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য জানতে গ্রাহকদের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রভাব শুধু একটি সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল ফিনটেক খাতের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ

বার্তা-নিযম্ মেনে চলা ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। পেমেঃট ব্যাঙ্কগুলি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য চালু হলেও, তাদের জন্য আলাদা নিযন্ত্রক কাঠামো রয়েছে যেখানে ঋণ দেওয়ার সীমাবদ্ধতা থাকলেও আমানত এবং ডিজিটাল লেনদেনে জোর দেওয়া হয়। এই কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র এই পদক্ষেপ তাদের কঠোর নজরদারির ধারাবাহিকতাকেই তুলে ধরছে। গত কয়েক বছরে ব্যাঙ্ক এবং নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরও কড়া করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল-সংস্থার আকার বা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা যতই বড় হোক, নিয়ম লঙ্ঘনের কোনও ছাড় নেই। অন্যদিকে, পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত গ্রাহক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বহু ছোট ব্যবসা দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য এই প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল। ফলে পরিষেবা কতদিন চলবে এবং কীভাবে স্থানান্তর হবে, সেই বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, এই পদক্ষেপ স্বল্পমেয়াদে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি করলেও দীর্ঘমেয়াদে গোটা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। স্বচ্ছ ও নিয়মভিত্তিক পরিবেশ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায় এবং গ্রাহকদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করে। সব মিলিয়ে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র এই সিদ্ধান্ত ভারতের আর্থিক খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখন নজর থাকবে-পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেয় .এবং ভবিষ্যতে তারা নতুন কোনও নিয়ন্ত্রক পথ খুঁজে পায় কিনা। তবে আপাতত একটাই বার্তা স্পষ্ট-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় টিকে থাকতে হলে নিয়ম মেনে চলাই একমাত্র পথ।

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সমীকরণ, আমিরশাহীকে ‘আয়ররন ডোম’ দিচ্ছে ইজরায়েল, বাড়ছে যুদ্ধের আশঙ্কা?

২৮ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আপাতত যুদ্ধের ধোঁয়া না দেখা গেলেও, রাজনৈতিক ও সামরিক টানাপোড়েন ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এক বড় কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে চলেছে ইজরায়েল। নিজেদের অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ‘ ডোম’ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এই পদক্ষেপকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে- তবে কি আসন্ন বৃহত্তর সংঘাতের আশঙ্কা থেকেই এমন উদ্যোগ? সম্প্রতি ইরান, ইজরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কেঃদ্র করে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিভিন্ন স্থানে যৌথভাবে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা। সেই হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েল ও আমেরিকার মিত্র দেশগুলিকে নিশানা করে আক্রমণ শুরু করে। তারই প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। সূত্রের খবর, সংঘাত শুরুর পর থেকে আমিরশাহীর ওপর ইরান প্রায় ৫৫০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২০০০-রও বেশি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই ব্যাপক আক্রমণের ফলে দেশটির বিদ্যমান আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে নিজেদের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখতে নতুন ও কার্যকর প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরাসরি যোগাযোগ করেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেঃট মহম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে। দুই দেশের মধ্যে আলোচনার পরই ‘ ডোম’ সরবরাহের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। শুধু প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি নয়, এর পাশাপাশি আমিরশাহীতে ইজরায়েলি সেনা মোতায়েনের কথাও উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রতিবেদনে। যদি তা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এটি হবে প্রথমবার, যখন ইজরায়েল নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সেনা একসঙ্গে অন্য কোনও দেশে স্থাপন করছে। এই পদক্ষেপ নিঃসংেদহে কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এতদিন পর্যন্ত ‘ ডোম’ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইজরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রই ছিল প্রধান দুই দেশ। এখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী তৃতীয় দেশ হিসেবে এই উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা পেতে চলেছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির ভারসাম্যে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ‘ ডোম’ বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত কার্যকর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। স্বল্প ও মধ্য-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এটি অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। বিশেষ করে হামাস বা অন্যান্য গোষ্ঠীর রকেট হামলা প্রতিরোধে এই প্রযুক্তি ইজরায়েলকে বহুবার বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এই ব্যবস্থাটি সাধারণত ৪ কিলোমিটার থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরত্বে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে সেগুলিকে মাঝ আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমিরশাহীতে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন হলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে দেশটির প্রতিরক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। তবে একই সঙ্গে এর একটি রাজনৈতিক বার্তাও রয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ইজরায়েল ও আমিরশাহীর মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আগের তুলনায় অনেক বেশি গভীর হয়েছে। তবে এই পদক্ষেপকে ঘিরে উদ্বেগও কম নয়। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এই ধরনের সামরিক জোট ও অস্ত্র মোতায়েন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা বাড়াতে পারে। ইরান এই ঘটনাকে কীভাবে দেখবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, ‘ ডোম’ মোতায়েন শুধু একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন নয়, বরং এটি মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূরাজনৈতিক সমীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, তা নির্ভর করবে আগামী দিনের কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপের উপর।

গৌহাটি হাই কোর্ট পবন খেরার আবেদন খারিজ করল

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল ঃ গৌহাটি হাই কোর্ট শুক্রবার পবন খেরার anticipatory bail (পূর্বাভাসী জামিন) আবেদন খারিজ করেছে, যা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তাঁর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়ান শর্মার বিরুদ্ধে মানহানি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই আদেশটি খেরার গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন জল্পনা সৃষ্টি করেছে, কারণ বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত সুরক্ষা নেই যা তাকে গ্রেফতারি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। এই মামলা খেরার পাবলিক অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রী বিদেশি পাসপোর্ট বহন করেন এবং বিদেশে সম্পত্তি রয়েছে। এই অভিযোগগুলো শক্তভাবে অস্বীকার করেছেন হিমন্ত এবং রিনিকি ভূঁইয়ান শর্মা, যারা এই মন্তব্যগুলোকে ভিত্তিহীন, মানহানিকর এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বর্ণনা করেছেন। এই মন্তব্যগুলির পর রিনিকি মানহানি মামলা দায়ের করেন, যা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। খেরা প্রথমে আসামের বাইরে সুরক্ষা চান। ১০ এপ্রিল, তেলেঙ্গানা হাই কোর্ট তাকে এক সপ্তাহের জন্য ট্রানজিট anticipatory bail প্রদান করে, যা তাকে গ্রেফতারি থেকে সাময়িক সুরক্ষা প্রদান করেছিল। তবে আসাম সরকার সেই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন গ্রহণ না করে তেলেঙ্গানা হাই কোর্টের আদেশ স্থগিত করে। তবে, সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার করে জানিয়েছে যে, খেরা তার জামিনের জন্য আসামের কোনো প্রমাণিত আদালতে আবেদন করতে পারবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশটি তার জন্য বাধা হবে না।

NAME CHANGE

I, Kadarbox Mondal (Old Name) S/O–Karim Box Mandal resident of Vill-Sat Simulia , Po-Nimtala Bazar , Ps-Haringhata , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Kadarbox Mondal to Kaderbox Mandal and henceforth I shall be known as Kaderbox Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Kaderbox Mandal & Kadarbox Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anwara Bibi sekh(old name) W/o-Rahim sk residing at Vill-Baninathpur po-kamari ps- Kaliganj Dist-Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Anwara Bibi sekh to Anowara sk and henceforth I shall be known as Anowara sk(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/04/2026. Anwara Bibi sekh (old name) and Anowara sk (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Minju Khatun (Old Name) D/O–Muntaj Mondal resident of Vill-Panditpur , Po-Natidanga , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Minju Khatun to Minjuara Bibi and henceforth I shall be known as Minjuara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Minjuara Bibi & Minju Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ahnaf Sakil Sekh (Old Name) S/O–Md Azizul Sk resident of Vill-Balugram , Po-Haruchak , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Ahnaf Sakil Sekh to Md Ahnaf Sakil and henceforth I shall be known as Md Ahnaf Sakil (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Md Ahnaf Sakil & Md Ahnaf Sakil Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Misbahur Rahaman my father's (Old Name) Mohammad Golam Panjatan resident of Vill & Po-Palsunda , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my father's name from Mohammad Golam Panjatan to Golam Panjatan Mandal and henceforth my father's name shall be known as Golam Panjatan Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My father's name Golam Panjatan Mandal & Mohammad Golam Panjatan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alam Sk (Old Name) S/O–Jakaria Saikh resident of Vill & Po-Gudhia , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Alam Sk to Alam Saikh and henceforth I shall be known as Alam Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Alam Saikh & Alam Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manik Chandra Mondal (Old Name) S/O–Jagan Nath Mondal resident of Vill-Siddheswari , Po-Kunia , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742168 do hereby declared that I have changed my name from Manik Chandra Mondal to Manik Chandra Mandal and henceforth I shall be known as Manik Chandra Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Manik Chandra Mondal & Manik Chandra Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abhaya Rani Mondal (Old Name) W/O–Jagan Nath Mondal resident of Vill-Siddheswari , Po-Kunia , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742168 do hereby declared that I have changed my name from Abhaya Rani Mondal to Avoya Mondal and henceforth I shall be known as Avoya Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Avoya Mondal & Abhaya Rani Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kasem Ali Mandal (Old Name) S/O–Naimuddin Mondal resident of Vill-Gobindapur , Po-Patharghata , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741103 do hereby declared that I have changed my name from Kasem Ali Mandal to Kasem Mondal and henceforth I shall be known as Kasem Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Kasem Mondal & Kasem Ali Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prasenjit Biswas (Old Name) S/O–Amar Biswas resident of Vill & Po-Dalla , Ps-Habibpur , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my name from Prasenjit Biswas to Prosenjit Biswas and henceforth I shall be known as Prosenjit Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/04/2026. My name Prosenjit Biswas & Prasenjit Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarla Sethi (Old Name) W/o Vinod Kumar Sethi Residing at 2-4-11B, 49A Manmohan Banerjee Road, New Alipore, Buroshibtalla, Sahapur, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sarla Devi Sethi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-04-2026. Sarla Sethi (Old Name) and Sarla Devi Sethi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SAGUFTA DOJA W/O Arshad Ali Ansari, resident of 15/2, Jaya Bibi Road, Ghusuri, Belur, Howrah-711107 West Bengal, henceforth my father will be known as Badrudoja Ansari instead of Badruddoza as declared before the Notary Public at Howrah, vide affidavit dated 27.04.2026 that Badruddoza(Old Name) and Badrudoja Ansari(New Name)all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I KAJAL RAY(old name) W/o-Bikash Kumar Roy, Resident of Vill-Hrishi,P.O- Biswarambha,P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman,W.B, do hereby declare that I have changed my name from KAJAL RAY (old name) to KAJAL ROY (new/correct name) and henceforth I shall be Known as KAJAL ROY (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.4767 sworn before the Notary public at Katwa, Purba Bardhaman, on Date-27/03/26 KAJAL ROY (new/correct name) and KAJAL RAY (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aminur Haque S/O Tepua Munsi alias Tepuya munsi alias Tepu Munsi alias Tepu, resident of Vill. Brahmapur, P.O. Padamati, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri,West Bengal, henceforth my father will be known as Tepua Munsi as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Jalpaiguri, vide affidavit No. 1914 dated 21.01.2026 that Tepua Munsi, Tepu Munsi, Tepu and Tepuya Munsi all are the same and one identical person

NAME CHANGE

I, Masammat Meherjan Nesa (old name) daughter of Sk Maidul Islam, residing at Majher Para Dakshin, P.O. Nibra, P.S. Domjur District Howrah Pin 711409, West Bengal have changed my name shall be hen forth be known as Mosammat Meherjan Nesa (new name) at Notary Public Kolkata court West Bengal affidavit on 27.04.2026 Masammat Meherjan Nesa (old name) and Mosammat Meherjan Nesa (new name) are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Basabdutta Roy Choudhury (old name) W/o- Dipanjan Roy Choudhury residing at 2, C C Lane, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BASABDUTTA ROY CHOUDHURY to BASABDUTTA MISHRA and henceforth I shall be known as BASABDUTTA MISHRA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/04/2026. BASABDUTTA ROY CHOUDHURY (old name) and BASABDUTTA MISHRA (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ansar Sekh S/o -Gani Sekh Residing at Vill-Jhikra , P.O. Fulpur, P.S.-Ranitala, Dist. Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Ansar Sekh instead of Ansar Sk , which is wrongly recorded in my Aadhaar card Vide no. 731719618421 as declared before the Ld. J.M 1st Class at Lalbagh, Murshidabad Dated 21-04-2026. Ansar sk and Ansar Sekh Son of Gani Sekh all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SK AJGAR ALI (old name) S/O-Sk Matleb Ali, Resident of Vill- Panshila,P.O-Deoly,P.s- Shyampur, Dist- Howrah,W.B,Pin-711301, do hereby declare that I have changed my name from SK AJGAR ALI (old name) to SK ASGAR ALI (new/correct name) and henceforth I shall be Known as SK ASGAR ALI (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.4378, sworn In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class)at Uluberia, Howrah, on (Date-31/01/26) SK ASGAR ALI (new/correct name) and SK AJGAR ALI (Old Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sahadev Adak (পুরাতন নাম) So Madhab Chandra Adak ঠিকানা ইন্দিরাপল্লী, আরামবাগ, পোঃ ও থানা - আরামবাগ , জেলা হুগলী পিন-নং ৭১২৬০১ পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। এলডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sahadeb Adak (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত-২৩-০৪-২০২৬ তারিখে (SL.NO-13620) এফিডেভিট বলে Sahadev Adak (পুরাতন নাম) এবং Sahadeb Adak (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইল।

নাম পরিবর্তন

আমি RAHIMA BIBI স্বামী FARIDUL ISLAM, ঠিকানা গ্রাম- NAKADAHA, পোস্ট-AMUL, থানা- PURBASTHALI জেলা-PURBA BARDHAMAN,আমি বিবাহের আগে MRIDUL BARUI পিতা-PASHURAM BARUI নামে পরিচিত ছিলাম গত ০৮.১১.২০০৫ তারিখে FARIDUL ISLAM এর সঙ্গে বিবাহের পর আমি RAHIMA BIBI নামে পরিচিত হই। গত ২১০৪২৬ তারিখে Before the Notary public at Kalna court এর এফিডেভিটে আমি RAHIMA BIBI স্বামী FARIDUL ISLAM ও MRIDUL BARUI পিতা PASHURAM BARUI একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

I, Mur Salim Mondal (Old Name) S/o.- Rahidul Mondal R/o. Vill-Sarsabad, P.O-Kaladanga, P.S.-Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin-742304 that have change my name & shall henceforth be known as Nur Selim Sk (New Name),vide an Affidavit dtd. 06.04.2026, before the Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Msd. That, Mur Salim Mondal (Old Name) & Nur Selim Sk (New Name) both are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

পুনন পান্ডে, পিতা দ্বারিকা নাথ ওঝা মাতা কুন্তি দেবী স্বামী সঞ্জয় কুমার পান্ডে, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ তলা, ৮ গুহ রোড, পি.ও. ঘুসুড়ি, হাওড়া - ৭১১১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং ভবিষ্যতে পুনম পান্ডে নামে পরিচিত হব, যা নোটারি পাবলিক প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া আদালতে দাখিলকৃত হলফনামা নং ১৯২১১ / ২৫, তারিখ ২৮ / ১১ / ২৫ অনুযায়ী ঘোষণা করা হয়েছে। পুনন পান্ডে এবং পুনম পান্ডে একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

উত্তর-পূর্ব রেলের গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে রেল প্রশাসন বেশ কয়েকটি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে। ২৭ এপ্রিল, ২০২৬-এর সন্ধ্যা পর্যন্ত, ১৫ মে, ২০২৬ পর্যন্ত এই বিশেষ ট্রেনগুলিতে বার্থআসন প্রাপ্যতা নিম্নরূপ-- ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে লালকুয়া থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৫০৬০ লালকুয়া-কলকাতা গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনে এসি প্রথম শ্রেণিতে ০৩টি, এসি দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪২টি, এসি তৃতীয় শ্রেণিতে ১০৯টি, এসি তৃতীয় ইকোনমি শ্রেণিতে ১৪৪টি এবং স্লিপার শ্রেণিতে ১০৯টি বার্থ উপলব্ধ রয়েছে। - ০৯ মে, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার ০৫১০১ গোরখপুর-নয়া দিল্লি সামার স্পেশাল ট্রেনে এসি ৩ ইকোনমি ক্লাসে ৫৬২টি বার্থ উপলব্ধ আছে। - ০৯ মে, ২০২৬ তারিখে লালকুয়া থেকে ছাড়ার ০৫০১০ লালকুয়া-গোরখপুর সামার স্পেশাল ট্রেনে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ১৮টি, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৭৮টি, এসি থার্ড ক্লাসে ২৮৫টি এবং স্লিপার ক্লাসে ১৫০টি বার্থ উপলব্ধ আছে।- ০২ মে, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার ০৫০৫৬ গোরখপুর-আলিপুরদুয়ার সামার স্পেশাল ট্রেনে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ১৪টি, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৬৩টি, এসি থার্ড ক্লাসে ৪৪৯টি এবং স্লিপার ক্লাসে ১০০টি বার্থ উপলব্ধ আছে। - ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে ০৫০৫৭ ট্রেনে এসি৩ ইকোনমি ক্লাসে ৮১৯টি বার্থ উপলব্ধ আছে। গোরখপুর থেকে ছাড়া গোরখপুর-দিল্লি সামার স্পেশাল ট্রেন।- তানাকপুর থেকে ছাড়া ০৫০৬২ তানাকপুর-আছনেরা সামার স্পেশাল ট্রেনের এসি চেয়ার কারে ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে ১০৮টি আসন উপলব্ধ আছে।- গোমতি নগর থেকে ছাড়া ০৫০৬৪ গোমতি নগর-কলকাতা সামার স্পেশাল ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে ২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ১১৯টি বার্থ উপলব্ধ আছে।- গোরখপুর থেকে ছাড়া ০৪৩১৫ গোরখপুর-যোগ নগরী ঋষিকেশ সামার স্পেশাল ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে ৬ই মে, ২০২৬ তারিখে ২২৭টি বার্থ এবং ১৩ই মে, ২০২৬ তারিখে ২০১টি বার্থ উপলব্ধ আছে।

প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে আবেগ আপ্লুত জঙ্গিপুরের তিন কিশোর শিল্পী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজনীতির মঞ্চ কখনও কখনও শিল্পের আঙিনা হয়ে

ওঠে। আর তারই জলজ্যান্ত সাক্ষী হয়ে রইল গত ১১ এপ্রিল জঙ্গিপুরের মঙ্গলজোন ময়দান। রাজনীতির কচকচানি পেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা সেদিন শুধু স্লোগান আর ভাষণে থেমে থাকেনি, রঘুনাথগঞ্জের তিন কিশোর শিল্পীর জীবনেও এনে দিল নতুন মোড়। প্রধানমন্ত্রীর জঙ্গিপুর সফরের খবর পেয়েই বিশেষ কিছু করার জেদ চেপে বসেছিল বৃষ্টি মন্ডল, তৃষাগ্নি ব্যানার্জি ও স্বরূপ হালদারের মনে। রাত জেগে ক্যানভাসে তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও নরেন্দ্র মোদীর প্রতিকৃতি। ১১ এপ্রিল সেই ছবি হাতে কয়েক হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পেরিয়ে জনসভায় পৌঁছান তাঁরা। তবে সেই জনসমুদ্রের মধ্যেও মঞ্চ থেকে কিশোর শিল্পীদের হাতে ধরা রঙিন ছবিগুলো নজর কাড়ে প্রধানমন্ত্রীর। তৎক্ষণাত নিরাপত্তারক্ষীদের ছবি সংগ্রহের নির্দেশ দেন তিনি। মাইক হাতে তাঁদের চিঠি পাঠানোর প্রতিশ্রুতিও দেন নমো। তবে রাজনীতিকদের মুখের কথা যে সবসময় কথার কথা হয় না, তার প্রমাণ মিলল কয়েকদিনের মধ্যেই। প্রতাপপুরের বৃষ্টি মন্ডল, গোডাউন কলোনির স্বরূপ হালদার ও ভাগীরথী পল্লীর তৃষাগ্নি ব্যানার্জির হোয়াটসঅ্যাপে পৌঁছে গেল প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত চিঠি। তাতে রয়েছে তিন শিল্পীর নিষ্ঠা ও শৈল্পিক দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। চিঠি হাতে বাকরুদ্ধ তিনজনই। রঘুনাথগঞ্জের প্রতাপপুর এলাকার বাসিন্দা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী বৃষ্টি মন্ডল বলেন, আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক নই কিন্তু যখনই শুনেছিলাম প্রধানমন্ত্রী আমার শহরে আসছেন তখন থেকেই বুকের ভেতরে একটি অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করছিল। গত ছ'বছর ধরে আমি ছবি আঁকা শিখছি। সেই কারণে আমার মনে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে আমি আমার তরফ থেকে সেরা উপহার হিসেবে একটি ছবি তুলে দিতে পারি। তিনি বলেন, বেশ কয়েক দিনের পরিশ্রমে প্রধানমন্ত্রীর একটি 'পোট্রেট' আমি এঁকেছিলাম এবং ১১ এপ্রিল পরিবারের লোকজনকে নিয়ে মঙ্গলজোনে প্রধানমন্ত্রী সভাস্থলে হাজির ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পাওয়ার উত্তেজনা স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল যখন তিনি সভামঞ্চ থেকে ছবিটি দেখতে পেয়ে ঘোষণা করেছিলেন আমার আঁকা ছবি তিনি গ্রহণ করছেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষনার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা এসে আমার কাছ থেকে ছবিটি নিয়ে যান এবং আমার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লিখে নেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বৃষ্টি বলেন, এখনও আমি কিছুটা 'ঘোরের' মধ্যে রয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে নরেন্দ্র মোদীর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। যেখানে তিনি আমার আঁকা ছবির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন এবং আমার ছবির প্রশংসা করেছেন। বৃষ্টি জানান, পোস্ট অফিসের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই আমার বাড়িতে আসল চিঠিটি এসে পৌঁছাবে বলে জানানো হয়েছে। সেই চিঠিরই একটি প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো চিঠি ফ্রেমে বাঁধাই করে রেখে দেবো। তৃষাগ্নি বলেন, এটাই জীবনের সেরা পুরস্কার। দেশের প্রধানমন্ত্রী আমার মতো সাধারণ মেয়েদের কথা মনে রেখেছেন, এটাই অনেক। প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত চিঠি পেয়ে কিশোর শিল্পী স্বরূপ হালদার বারবার ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পাওয়ার খবরে এখন উৎসবের মেজাজ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর জুড়ে। তিন কিশোর কিশোরীর স্বপ্নপূরণের এই কাহিনি এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। জেন জি-র মতে, 'শিল্পীদের নিয়ে রাজনীতি নয়, শিল্পীদের চাই স্বীকৃতি।'

শ্রেষ্ঠত্বের কিস্তিমাতঃ পূর্ব রেলওয়ের আরণ্যক ঘোষ ভারতের নবীনতম দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে অভিষিক্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরের প্রশাসনিক কর্মব্যস্ততার মাঝে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যে, পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারী আরণ্যক ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে দাবা জগতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন এবং মর্যাদাপূর্ণ 'গ্র্যান্ডমাস্টার' খেতাব অর্জন করেছেন। এই স্মরণীয় অর্জনের মাধ্যমে আরণ্যক ভারতের ৯৫ তম এবং পশ্চিমবঙ্গের ১২ তম গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে এক অভিজাত তালিকায় প্রবেশ করলেন, যা ক্রীড়া ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম চিরস্থায়ীভাবে খোদাই করে দিল। এই মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর যাত্রা ছিল অধ্যবসায় এবং রণকৌশলের এক অনন্য নিদর্শন। ২০২৫ সালে গোয়ায় অনুষ্ঠিত ফিডে (FIDE) ওয়ার্ল্ড কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন থেকে শুরু করে ২০২৪ সালে জব্বলপুরে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ইন্ডিভিজুয়াল চেস চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ পর্যন্ত-আরণ্যক বারবার দেখিয়েছেন যে প্রকৃত প্রতিভার কোনো সীমানা নেই। তাঁর এই উত্থান আরও উজ্জ্বল হয়েছে ৬০ তম ন্যাশনাল সিনিয়র চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয় এবং ২৫৫৫-এর মতো শক্তিশালী ফিডে রেটিং অর্জনের মাধ্যমে। বর্তমানে ভারতে ৩১ তম এবং বিশ্বজুড়ে ৪০১ তম স্থানে থাকা আরণ্যক একজন একনিষ্ঠ কর্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠত্বের এক বিশ্বজনীন প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এই গৌরবময় মুহূর্তে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর, আরণ্যক ঘোষকে তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাঁর অদম্য সংকল্পের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, এই ধরনের সাফল্য পূর্ব রেলওয়ের জন্য অপরিসীম গর্ব বয়ে আনে এবং অন্যদের নিজেদের লক্ষ্য পূরণে একাগ্রতার সাথে

এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। এই আবেগঘন মুহূর্তে আনন্দ ভাগ করে নিয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি উল্লেখ করেন যে, আরণ্যকের এই সাফল্য নিরলস পরিশ্রম এবং নিরব সাধনার ফল, যা রেলওয়ে পরিবারের জন্য এক অনন্য সম্মান বয়ে এনেছে। পূর্ব রেলওয়ে শ্রী আরণ্যক ঘোষকে কুর্নিশ জানায়- সেই কর্মচারী যিনি রাজার মতো ভেবেছেন এবং কিংবদন্তির মতো খেলেছেন। বিশ্বমঞ্চে ভারতের তেরঙা পতাকা এবং রেলওয়ের প্রতীককে গৌরবান্বিত করার এই যাত্রায় আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে সঠিক দূরদৃষ্টি থাকলে ৬৪টি ঘরের মধ্যেই যেকোনো স্বপ্নকে জয় করা সম্ভব।

সোলার পাম্প চুরির চেষ্টা, যন্ত্রাংশ ভাঙচুর, জল সঙ্কটে মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৭ এপ্রিল ঃ সোলার পাম্প চুরির চেষ্টাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে। বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা। জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফলে ৩০-৩৫ বিঘার বেশি জমির ফসল এখন অনিশ্চয়তার মুখে। একেবারে প্রখর গরম তার উপর জলের অভাব, মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। ঘটনাটি ঘটেছে বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা-কালিমাটি অঞ্চলের সেরেংডীর জোড়ন বাঁধা এলাকায়। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, নদীর ধারে

চাষাবাদের সুবিধার জন্য বসানো হয়েছিল সোলার পাম্প। হঠাৎই দুষ্কৃতীরা সেই পাম্প চুরি করার চেষ্টা করে। শুধু চুরির চেষ্টা নয়, পাম্পের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই সোলার পাম্পের উপর নির্ভর করে প্রায় ৩০-৩৫ বিঘার বেশি জমিতে সূর্যমুখী, কচু, টমেটো-সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়েছে। পাম্প যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে প্রায় ৭ লাখ টাকার অধিক খরচ রয়েছে। এত টাকা তারা কোথা থেকে পাবে? চাষিদের আশঙ্কা, দ্রুত পাম্প মেরামত না হলে সেচের জল বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হতে পারে। তাই সরকারি সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন তারা। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও একই এলাকায় এরকম চুরির ঘটনা ঘটেছিল বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সোলার পাম্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে, দাবি এলাকার কৃষকদের। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ।

শিয়ালদহ বিভাগের সতর্ক টিকিট পরীক্ষক দল বহরমপুর স্টেশনে এক প্রতারককে শনাক্ত করল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ তীক্ষ্ণ পেশাদারী বিচক্ষণতা এবং দ্রুত সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, বহরমপুর বেসের টিকিট পরীক্ষক কর্মীরা ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে এক প্রতারককে সফলভাবে আটক করেছেন যে ব্যক্তি নিজেকে একজন 'শিক্ষানবিশ টিকিট পরীক্ষক' হিসেবে পরিচয় দিচ্ছিল। আনুমানিক ১৪.৫৫ ঘটিকায়, বহরমপুর স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজে ট্রেন নং ৩১৭৭৪-এর যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষার নিয়মিত দায়িত্ব পালন করার সময়, কর্তব্যরত টিকিট পরীক্ষক কর্মীদের নজরে এক ব্যক্তির সন্দেহজনক আচরণ ধরা পড়ে। তাকে টিকিট বা রেলের পরিচয়পত্র দেখাতে বলা হলে, ওই ব্যক্তি নিজেকে রেলের টিকিট পরীক্ষক কর্মী হিসেবে দাবি করে তাদেরকে এড়ানোর চেষ্টা করে। তবে, বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর (বাণিজ্যিক পরিদর্শক) যখন ওই ব্যক্তির রেল কর্মী হিসেবে পরিচয় এবং চাকরির বিস্তারিত তথ্য যাচাই করার জন্য জোর দেন, তখন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বেশ কিছু অনৈতিক ও জাল নথিপত্র পেশ করে, যা তাৎক্ষণিকভাবে নকল হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এই অসঙ্গতি ধরা পড়ার সাথে সাথেই আরপিএফ দলকে সতর্ক করা হয় এবং তারা বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে রেলের কোনো বৈধ কর্মী নয়। তার জবানবন্দি থেকে এর নেপথ্যে একটি বৃহত্তর চক্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায় সে দাবি করে যে সে এমন একটি দলের সদস্য, যারা কলকাতায় একটি ভুয়া প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। সন্দেহভাজন ব্যক্তির ভাষ্যমতে, এই প্রতারণামূলক প্রশিক্ষণের পর, দলের সদস্যদের বিভিন্ন স্টেশনে শিক্ষানবিশ টিটিই হিসেবে মোতায়েন করা হতো, যাতে

তারা যাত্রীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করতে পারে। সে আরও জানায় যে, আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তি একইভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানে তারা বিভিন্ন স্থানে কর্মরত রয়েছে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং তারা মনে করছে যে, বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের টিকিট পরীক্ষক দলের সতর্কতার ফলেই সম্ভবত রেলের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বড়সড় দুর্নীতির চক্র উন্মোচিত হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সরকারি রেল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আসানসোলে কিশোরীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে সিআইএসএফ জওয়ান গ্রেপ্তার, চাকরি থেকে বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৭ এপ্রিল ঃ পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ও হুমকি দেওয়ার গুরুতর অভিযোগে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর এক জওয়ানকে গ্রেপ্তার করেছে কুলটি থানার পুলিশ। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠায় প্রশ্ন উঠছে দায়িত্ববোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপরেও। অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার দুপুরে আসানসোলের শীতলপুর এলাকায় সিআইএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন একটি আমবাগানে খেলতে গিয়েছিল বছর দশেকের এক কিশোরী। পরিবারের দাবি, সেই সময় ক্যাম্পে কর্মরত এক জওয়ান তাকে ডেকে নেয়। ভাল আম দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরীকে একটি ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয় এবং যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। কিশোরী প্রতিবাদ করলে তাকে ভয় দেখানো হয় এবং কাউকে কিছু না বলতে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর আতঙ্কিত অবস্থায় কোনওরকমে বাড়ি ফিরে আসে কিশোরী এবং পরিবারের সদস্যদের সব জানায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই কিশোরীর বাবা কুলটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তৎপর হয় পুলিশ প্রশাসন। তদন্ত শুরু করে দ্রুত অভিযুক্ত জওয়ানকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। বর্তমানে অভিযুক্ত পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ১৩৭(২) ও ৩৫১(২) ধারার পাশাপাশি শিশু সুরক্ষা আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা, অর্থাৎ পকসো আইনের ৮ ও ১০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই ধরনের অপরাধ অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুতর হওয়ায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রবিবার রাতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা কুলটি থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং কিছু সময়ের জন্য রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি ছিল, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশের তরফে দ্রুত গ্রেপ্তারির পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয় এবং বিক্ষোভকারীরা সরে যান। এদিকে ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষও। সোমবার বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই অভিযুক্ত জওয়ানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের ভিত্তি মেলায় তাঁকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সিআইএসএফ তাদের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছে, বাহিনীর শৃঙ্খলা, সততা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে তারা 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি চলছে। তদন্তের স্বার্থে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। সব মিলিয়ে, আসানসোলের এই ঘটনা শুধু একটি অপরাধের ঘটনাই নয়, বরং সমাজে আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং শিশু সুরক্ষার প্রশ্নে নতুন করে ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও, এই ঘটনার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে কতটা পড়বে, তা সময়ই বলবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ এসটি-ওটি-ক্লোজার-০৪এলসি-কেজিপি, তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিএসটিই (কো), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেগুলি দুপুর ১২.০০ টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** এডিইন/ঝাড়গ্রাম-এর অধীনে নিম্নলিখিত কাজ সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ ঃ (i) নিমপুরা আর ইয়ার্ডে জাতীয় সড়কের সাথে বড় রাস্তার সংযোগসাধনের কারণে এলসি গেট নং কেওয়াই-২১এর অপসারণ। (ii) বালিচক-ঝাড়গ্রাম সেকশনে এলসি নং ৮৬-এর বদলে ১টি আরইউবি (রোড আন্ডারব্রিজ) নির্মাণ। (iii) খড়গপুর-টাটানগর সেকশনে এলসি নং ৮৭-তে কভার শেড, সাম্প ওয়েল, পাম্প হাউস ও ড্রেন সহ প্রবেশপথের উন্নয়ন। (iv) খড়গপুর-টাটানগর সেকশনে এলসি নং ৯৫-এ কভার শেড, সাম্প ওয়েল, পাম্প হাউস ও ড্রেন সহ প্রবেশপথের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৩,৪৫,৯৪০.৯৬ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,৪৬,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৫.২০২৬। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১১ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৮.০৫.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-91)**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে মুরসালিন আনসারী, পিতা- সফর আলি আনসারী, সাং চাকদা, পো-কোটলুই, জেলা-পুরুলিয়া, প ঃ বঃ, তাহার নামিত সম্পত্তি যথা মৌজা-মাঙ্গুড়িয়া, (জে এল নং-৪০), সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা-টামনা, জেলা-পুরুলিয়া, হাল খতিয়ান নং-১৫৫২, হাল দাগ নং-১০৫১, পরিমান ০২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক জমিন ও অন্যান্য জমিনে, শ্রীসত্যবান গরাই, পিতা - রঘুনাথ গরাই, সাং -বিদ্যাসাগরপল্লী, রাঁচী রোড বাই লেন পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া (সদর), পো ও জেলা-পুরুলিয়া, প ঃবঃ,-কে গত ২১.০৩.২০২৪ তারিখের পুরুলিয়া এডিএসআর অফিসে নিবন্ধিকৃত ।-১৫৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মারফত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন ও বিক্রয় ক্ষমতা প্রদান করায় গত ১৪.১১.২০২৪ তারিখে ডিএসআর পুরুলিয়া অফিসে নিবন্ধিকৃত ৬৩৯০ নং কোবালা দলিল মারফত উক্ত সম্পত্তি নেহা খাতুন স্বামী মনজুর আনসারী সাং ও পো-ফুসরো, থানা-চন্দনকিয়ারী, জেলা- বোকারো, ঝাড়খন্ড কে বিক্রয় করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত নেহা খাতুন তাহার দখলীকৃত উপরি উক্ত জমিন গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে ডিএসআর পুরুলিয়া অফিসে নিবন্ধিকৃত ।-১৫৪৯ নং কোবালা দলিল মারফ কামাল সান্ডিল, পিতা- আজাদ সান্ডিল, সাং উইলকক্স রোড, ভাটবাঁধ, ওয়ার্ড নং-৪, পুরুলিয়া, পো ও জেলা-পুরুলিয়া, কে বিক্রয় করিয়াছেন।

এক্ষনে উক্ত মাঙ্গিড়িয়া মৌজার হাল খতিয়ান নং-১৫৫২, হাল দাগ নং-১০৫১, মধ্যে কাহারো কোনরূপ ওজর, আপত্তি বা দাবী থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নং মোবাইল নম্বরে বা বি এল ও এল আর ও, পুরুলিয়া ১-নং অফিসে যোগাযোগ করুন।

কৌশিক সিংহ
এ্যাডভোকেট
এন. নং- WB/181/2003
পুরুলিয়া জেলা আদালত

দু'দশকের যন্ত্রণার ইতি, ঢোলা-নিশ্চিন্তপুর যোগাযোগ আরও উন্নত করতে চলছে কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ এপ্রিল ঃ ঢোলা - নিশ্চিন্তপুর যোগাযোগ আরও উন্নত হবে এবার। সেই লক্ষ্যেই চলছে কাজ। এই রাস্তার উপর নির্মিত হচ্ছে ৩ টি স্লুইস গেট। খরচ হচ্ছে প্রায় ১৬ কোটি টাকার ওপর। কিন্তু কাজে দীর্ঘ সময় লাগার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ ও কুলপি বিধানসভার মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই রাস্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জুমাইনস্কর হাট থেকে নিশ্চিন্তপুর ১১৭ নং জাতীয় সড়কে মিশেছে এই রাস্তা। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা ছিল দুর্ভোগের আরেক নাম। আজ সেখানে বদলের হাওয়া। প্রায় কুড়ি বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে জুমাই নস্কর সংলগ্ন মাত্র ৫০০ মিটারের মধ্যে শুরু হয়েছে তিনটি অত্যাধুনিক কালভার্ট নির্মাণের কাজ। যাতে বসছে স্লুইস গেট। এখান থেকেই বর্ষা এলেই বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যেত কয়েকগুণ। প্রতিবছরই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটত, অনেক সময় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এই রাস্তা ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ায় কাকদ্বীপ বা কুলপিতে যেতে হলে প্রায় ১৫ কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হত সাধারণ মানুষকে। ফলে সময় অপচয় হত। অবশেষে সেই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কাকদ্বীপের তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা জানান, প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয়েছে এই তিনটি কালভার্ট নির্মাণের কাজ। স্থানীয়দের দাবি, এতদিন শুধু প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজের বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। যদিও এই কাজ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর চলছে। এই নিয়ে কাকদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা জানিয়েছেন, ভোটের আগে মানুষকে ভাওতা দিতেই এই কাজ শুরু হয়েছে। এতদিন করেনি। ভোট মিটলেই আবার পাঁচবছর দেখা যাবে না। অনেক ব্রিজ সারানোই হয়নি। তবে এই কাজ নিয়ে খুশি সাধারণ মানুষজন।

যজ্ঞেশ্বরের উদ্যোগে এলইডি ভ্যান, নাচ-গানে অভিনব প্রচার বর্ধমান দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ভোট প্রচারের

অ আ ক খ। এখন শুধু মাইক আর পোস্টারে সীমাবদ্ধ নেই রাজনৈতিক প্রচার, বরং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সব জায়গাতেই আধুনিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট। সেই ধারাতেই বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে অভিনব প্রচারের নজির গড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের শাখা সংগঠন জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে একটি বিশেষ এলইডি ভ্যানের মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। ওই ভ্যানে বড় স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে প্রার্থীর গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন সামাজিক কাজ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই প্রার্থীর কাজ সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন। এই প্রচারের আরেকটি বড় আকর্ষণ হলো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বর্ধমানের মুভস নামে একটি নৃত্য সংস্থার শিল্পীরা বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে রচিত গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করছেন। রাস্তায় চলতি মানুষ এই অভিনব উদ্যোগে থমকে দাঁড়িয়ে দেখছেন, উপভোগ করছেন এক নতুন ধরনের প্রচার। জয়হিন্দ বাহিনীর স্থানীয় নেতৃত্ব যজ্ঞেশ্বর দাস বৈরাগ্য জানান, এই প্রচারের মাধ্যমে শুধু প্রার্থীর কাজই তুলে ধরা হচ্ছে না, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে যুক্তি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কেন তারা তৃণমূলকে ভোট দেবেন এবং কেন বিরোধী দলগুলিকে সমর্থন করা উচিত নয়। পাশাপাশি লিফলেট বিলির মাধ্যমে প্রচার আরও জোরদার করা হচ্ছে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় এই সাংস্কৃতিক পরিবেশন উৎসাহের সঙ্গে দেখছেন পথ চলতি সাধারণ মানুষ। অনেকেই উৎসাহ যোগাচ্ছেন তাদের বলে দাবী যজ্ঞেশ্বরবাবুর। বর্ধমান শহরের বাসিন্দা নকুল সরকার, অনিমিতা চ্যাটার্জী, সাবিনা খাতুন, সুলোচনা মাহাতোদের মতে, এই ধরনের সৃজনশীল প্রচার একঘেয়ে রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন মাত্রা এনেছে। অনেকেই বলছেন, নির্বাচনী প্রচারকেও যে শিল্পের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তা এই উদ্যোগে প্রমাণিত। সব মিলিয়ে, পরীক্ষামূলক এই আধুনিক প্রচার ইতিমধ্যেই শহরের মানুষের মনে ছাপ ফেলেছে। ভবিষ্যতে অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও এই ধরনের সৃজনশীল প্রচার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে।

তিনসুকিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২৩৫ তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-০৯-আর১। কাজের নামঃ** ৫ টি ষ্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ (টিআরডি)-ফরকাটিং জংশন, মরিয়ণি জংশন, শিমলুগুড়ি জংশন, সাপেখাটি এবং নিউ তিনসুকিয়া ষ্টেশন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৪১,৭৭,৯৪৭.২৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২০,৯০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১০-আর১। কাজের নামঃ** ৮ টি ষ্টেশনে মেশিন সাইডিং নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ (টিআরডি)- বগীনদী, বরদলনী, শ্রীপানী, সিলাপথার, সীমেন সাপরি, লাইমেকুরি, মুরকংসেলেক এবং নুমলীগড় ষ্টেশন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৯,৬১,৬২৮.০৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩৯,২০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১৪-আর। কাজের নামঃ** তিনসুকিয়া মণ্ডলে বানর থেকে বিপদের নিবারণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২২,৫৪,২২৫.৯০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৫,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ** ১৫-০৫-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ১৫-০৫-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট/টিআরডি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালিগাঁওএ এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ০১ অফ ২০২৬-২৭। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৬-২৭-০১-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ। কাজের নামঃ** নেতাজী বিদ্যাপীঠ স্কুলে আধুনিক ফার্ণিচারের গ্রীণ বোর্ড, স্মার্ট বোর্ড, সীসীটিভি, ডিজিটাল লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার আদির ব্যবস্থা করার জন্যে এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৪,৮৮,৩৮৯/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ১,৪৯,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ** ১৪-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম অভিযন্তা
নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ঝাড়গ্রামে স্ট্রং রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধের অভিযোগ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রামের স্ট্রং রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি প্রার্থীসহ রাজনৈতিক কর্মীরা। অভিযোগ উঠেছে যে, গত রবিবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিট থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এই ঘটনার খবর চাউর হতেই রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়। সিসিটিভি ফুটেজ বন্ধ থাকার ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হতে শুরু করে। জানা গেছে, ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রং রুম তৈরি করা হয়েছে ঝাড়গ্রামের ইন্দ্রাদেবী মহাবিদ্যালয়ে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় ১০ মিনিট সিসিটিভি অকেজো থাকার পর রাত ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ তা পুনরায় সচল হয়। তবে ঠিক কী কারণে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি বন্ধ হয়েছিল, তা নিয়ে এখনও নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা যায়নি। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসূন ষাঙ্গী বলেন, এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটি একটি অত্যন্ত খারাপ ইঙ্গিত। যদিও স্ট্রং রুমের বাইরে আমাদের প্রার্থী ও কর্মীরা চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক নজরদারিতে উপস্থিত রয়েছেন। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই আমি ঝাড়গ্রামের স্ট্রং রুমে ছুটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ক্যামেরার স্ক্রিনটি সত্যিই বন্ধ ছিল। তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে সেটি বন্ধ হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী অশোক মাহাতো জানান যে, মূলত প্রযুক্তিগত কিছু ত্রুটির কারণেই সিসিটিভি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আপাতত সব কিছু স্বাভাবিক রয়েছে এবং মনিটরিং চলছে। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ মাঠের পাকা ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত চাষিরা। জেলায় ধান উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি হয় এগরা মহকুমা। কেলেঘাই নদীর পাশের উর্বর দোঁয়াশ মাটিতে এ বছর বোরো ধানের ফলন ভালই হয়েছে।

এপ্রিলের শেষ ভাগ থেকেই ধান পুরোপুরি পেকে উঠেছে। তাই আর দেরি না করে মাঠে নেমেছেন কৃষকেরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, কোথাও কোথাও রাত পর্যন্ত চলছে ধান কাটার কাজ। পুরো জেলায় প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে এগরা মহকুমায়। ভগবানপুর অঞ্চলের জমি অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়ায় বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়। এতে পাকা ধান কাটতে সমস্যা বাড়ে। অনেক সময় জল জমে থাকলে ফসল নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। তাই কৃষকরা সময়ের আগেই ধান ঘরে তোলার চেষ্টা করছেন। এ বছর ফলন ভাল হলেও, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা চিন্তা বাড়াচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করার চাপ মাঠে স্পষ্ট। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্কতা জারি হয়েছে। এই খবর সামনে আসতেই কৃষকদের মধ্যে তৎপরতা আরও বেড়েছে। ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন এলাকায় মৎস্যজীবীদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দফতর কৃষকদের দ্রুত ফসল কাটার পরামর্শ দিচ্ছে। ভোট মিটতেই কালবৈশাখীর আশঙ্কা মাথায় রেখে এখন আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। হারভেস্টার দিয়ে দ্রুত ধান কাটার কাজ চলছে। ভোটের আগেই এগরা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ওড়িশা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে হারভেস্টার নিয়ে এসেছেন মালিকরা। এতে শ্রম কম লাগছে এবং সময়ও বাঁচছে। কৃষি দফতর সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত জেলায় প্রায় ১০ শতাংশ বোরো ধান তোলা হয়েছে। তবে কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। দিন-রাত এক করে কৃষকরা ফসল ঘরে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, had earlier opened a special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares originally submitted before April 01, 2019 for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.

Further with a view to facilitate the investors, SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated 30th January, 2026 has opened another special window for transfer and dematerialisation ("demat") of physical shares which were sold/purchased prior to April 01, 2019. This special window shall remain open for a period of one year i.e. from February 05, 2026 to February 04, 2027.

The said facility is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents /process/ or otherwise.

During the period, eligible shareholders may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s C. B. Management Services Pvt. Ltd, Rasoi Court, 20 R N Mukherjee Road, Kolkata 700001, along with required documents rectifying the deficiencies, if any.

The detailed circular is also available on the website of the Company at **www.centuryextrusions.com**

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350

Date : April 27, 2026
Place : Kolkata

ব্যাটে এআই চিপ লাগানো! বৈভবকে ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর পরামর্শ পাক ক্রিকেট মহলের

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিলঃ ব্যাটে এআই দিয়ে তৈরি চিপ লাগিয়ে নামে বৈভব সূর্যবংশী! অন্তত পাকিস্তানের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সেরকমই মনে করছে। জশপ্রীত বুমরাহ থেকে ট্রেন্ট বোল্ট-বিশ্বত্রাস বোলারদের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকানোয় হাত পাকিয়ে ফেলেছে বৈভব। সামনে যেই থাকুক না, বল মাঠের বাইরে পাঠানো অভ্যাস বিস্ময় প্রতিভার। কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করে ১৫ বছর বয়সি ক্রিকেটার? উত্তর খুঁজছে গোটা ক্রিকেট দুনিয়া। এর মধ্যে নতুন যুক্তি নিয়ে হাজির পাকিস্তান। না, কোনও আজব ব্যাখ্যা নয়। বরং বৈভবের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হয়েই এহেন মন্তব্য করলেন পাক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ নৌমান নিয়াজ। তাঁর কাছে বৈভব যেন 'মানুষ' নয়। যেন এক যন্ত্র নিজের কাজ করে যাচ্ছে। নিয়াজ বলছে, 'কী অসাধারণ একটা ছেলে! যেভাবে ডোপ পরীক্ষা করা হয়, আমার মনে হয় ওকে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো উচিত। ওর ব্যাটের মধ্যে যেন আর্টিফিসিয়েল ইন্টিলিজেন্স চিপ বসানো আছে। ও অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করে। বৈভবকে নিয়ে আমিও আশাবাদী।' এখানেই থামেননি তিনি। নিয়াজ আরও বলেন, '৩০০ স্ট্রাইক রেটও ওর কাছে কম। ওর বয়স মাত্র ১৬ (যদিও বৈভবের বয়স ১৫)। ওর জন্মের সময় বিরাট কোহলি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি শুধু দু'জনের মধ্যে পার্থক্য দেখি। বৈভবের কবজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যখন ওর ১৮ বছর বয়স হবে, তখন শরীরের পেশি আরও শক্তিশালী হবে।'

শেষ দুই জয়ে আশা ফিরেছে, তবে পথ এখনও কঠিন

প্লে অফে উঠতে কোন অঙ্ক মেলাতে হবে কেকেআর-কে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ সালের আইপিএল যত এগোচ্ছে, ততই পয়েন্ট টেব্লের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জমে উঠেছে। এক দিকে শীর্ষে শক্ত অবস্থানে পাঞ্জাব কিংস, অন্যদিকে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকার লড়াই চালাচ্ছে একাধিক দল। কলকাতা নাইট রাইডার্স শুরুটা খারাপ করলেও, শেষ দুই ম্যাচ জিতে তারা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে তাদের সামনে এখন কঠিন সমীকরণ।

পাঞ্জাব কিংস ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। তাদের নেট রান রেট (+১.৩৩৩) এই মরশুমে সবার থেকে ভালো। পাওয়ার প্লে-তে আগ্রাসী বোলিং আর টপ অর্ডারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং- এই দুই মিলিয়ে তারা এখন অন্যতম শক্তিশালী দল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং রাজস্থান রয়্যালস- তিন দলই ১০ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। রান রেটের কারণে আরসিবি এখন দ্বিতীয় স্থানে। তাদের নেট রান রেট ১.১০১। রাজস্থানকে হারিয়ে এসআরএইচ তিন নম্বরে উঠে এসেছে, তাদের নেট রান রেট ০.৮১৫। আর আরআর নেমে গিয়েছে চতুর্থ স্থানে। তাদের নেট রান রেট ০.৬০২। এর পর ৬ পয়েন্ট নিয়ে চলছে আরও কয়েকটি দলের লড়াই। চেন্নাই সুপার কিংস বড় জয়ে রান রেট কিছুটা ঠিক করে নিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস এবং গুজরাট টাইটান্সও ৬ পয়েন্টে টিকে আছে। তবে নেট রান রেটে এগিয়ে জিটি (-০.৪৭৫)। তারা পাঁচে রয়েছে। ছয়ে সিএসকে (-০.১২১) এবং সাতে ডিসি (-০.১৮৪)। রবিবার লখনৌ সুপার জায়ান্টসকে হারিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স এখন পয়েন্ট টেবিলের আট নম্বরে উঠে এসেছে। কলকাতা দলের ঝুলিতে ৫ পয়েন্ট। তাদের নেট রান রেট -০.৭৫১। শুরুতে ধাক্কা খেলেও এখন টানা দুই জয়ে কিছুটা অক্সিজেন পেয়েছে কেকেআর। তবে প্লে-অফের লড়াইটা তাদের জন্য খুব কঠিন।

কেকেআর-এর প্লে-অফে ওঠার অঙ্ক কী?

সব ম্যাচ জিতলে (১৭ পয়েন্ট)ঃ কেকেআর যদি বাকি ৬টা ম্যাচই জেতে, তা হলে তাদের মোট পয়েন্ট হবে ১৭। এই অবস্থায় প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। সাধারণত ১৭ পয়েন্টে শেষ করলে নেট রান রেট যাই হোক না কেন, প্রথম চারে জায়গা পাওয়া যায়।

একটা ম্যাচ হারলে (১৫ পয়েন্ট)ঃ যদি ৬ ম্যাচের মধ্যে ৫টা জেতে, তা হলে পয়েন্ট হবে ১৫। এই অবস্থায় প্লে-অফের সম্ভাবনা মাঝারি। তবে সমস্যা হলো, তাদের নেট রান রেট (-০.৭৫১) খারাপ, সে ক্ষেত্রে অন্য দলের সঙ্গে পয়েন্ট সমান হলে বড় ব্যবধানে জয় দরকার হবে।

দু'টি ম্যাচ হারলে (১৩ পয়েন্ট)ঃ যদি ৪টা ম্যাচ জেতে, তা হলে পয়েন্ট দাঁড়াবে ১৩। এই অবস্থায় প্লে-অফে যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে। তখন অন্য ম্যাচের ফলও নাইটদের পক্ষে যেতে হবে, আর একসঙ্গে অনেক দল ১২-১৩ পয়েন্টে শেষ করতে পারে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করবে।

বাদ পড়ার আশঙ্কা (এলিমিনেশন পরিস্থিতি)ঃ যদি কেকেআর ৩টে বা তার বেশি ম্যাচ হেরে যায়, তা হলে সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ১১। আইপিএল-এর ইতিহাসে এখনও ১৪ ম্যাচের লিগে ১২ পয়েন্টের কম নিয়ে কোনও দল প্লে-অফে যেতে পারেনি। তাই এই অবস্থায় টিকে থাকা কার্যত অসম্ভব।

মাঠে 'অতিরিক্ত ভিড়' বন্ধ হোক, ম্যাচের সময় কমান!

বোর্ডকে কড়া বার্তা গাভাসকরের

মুম্বই, ২৭ এপ্রিলঃ ম্যাচ চলছে, কিন্তু মাঠে যেন বাড়তি লোকজনের অযৌক্তিক আনাগোনা। কখনও জল দিতে রিজার্ভ খেলোয়াড় ঢুকছেন, কখনও কৌশল বৈঠকে বাড়ছে ভিড়। এই প্রবণতা নিয়ে এবার সরাসরি প্রশ্ন তুললেন সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে, এর ফলে খেলার গতি কমছে, সময় বাড়ছে, নষ্ট হচ্ছে ময়দানের শৃঙ্খলা। টি-২০ ফরম্যাটের আসল লক্ষ্য তিন ঘণ্টার মধ্যে ম্যাচ শেষ করা। কিন্তু চলতি মরসুমে একাধিক লড়াই চার ঘণ্টার বেশি গড়িয়েছে। বেঙ্গালুরু-মুম্বই দ্বৈরথ তো প্রায় চার ঘণ্টা বাইশ মিনিট চলেছে। মন্থর ওভার রেট ঠেকাতে বোর্ড জরিমানা, এমনকি নিষেধাজ্ঞাও চালু করেছে। তবু অবস্থা বদলায়নি। যে কারণে ম্যাচের গতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। গাভাসকরের মূল আপত্তি মাঠে অতিরিক্ত লোক ঢোকা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, খেলা চলাকালীন ১১ জনের বেশি ময়দানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মাঝেমধ্যেই রিজার্ভ খেলোয়াড়রা ঢুকে পড়ছেন! স্ট্র্যাটেজিক টাইম-আউটের সময় তো আরও বেশি ভিড়। যাঁরা ব্যাট করতেও নামেননি, তাঁরাও চলে আসছেন। গাভাসকরের মতে, এটা সীমা উল্লঙ্ঘনের সামিল। স্পষ্ট জানান, ''সর্বোচ্চ দুই রিজার্ভ খেলোয়াড় ও দু'জন কোচিং স্টাফ ছাড়া কাউকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া অনুচিত!'' ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা মনে করিয়ে দিয়েছেন, মাঠ শুধু খেলার জায়গা নয়, এর একটা আলাদা মর্যাদা আছে। বলেন, ''খেলা বা দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই মাঠে থাকবেন-এই নিয়ম মানা দরকার!'' এই প্রসঙ্গে তিনি এক কিংবদন্তি ধারাভাষ্যকার রিচি বেনোর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। যিনি বিশ্বাস করতেন, ময়দানকে পবিত্র জায়গা হিসেবেই দেখা উচিত। এর জন্য অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত বন্ধ করা জরুরি। শুধু অহেতুক লোক ঢোকা নয়, সময় বাঁচাতেও প্রস্তাব দিয়েছেন গাভাসকর। তাঁর মতে, নতুন ব্যাটার নামতে এখন যে দুই মিনিট সময় দেওয়া হয়, তা কমিয়ে এক মিনিট করা উচিত। কারণ, এখন বেশিরভাগ ব্যাটারই ডাগআউটে বসে থাকেন। ফলে প্রস্তুতি নিতে অতিরিক্ত সময় লাগার কথা নয়। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাটার প্রস্তুত না হন, তাহলে সতর্কবার্তার পর রান কেটে নেওয়ার মতো শাস্তি প্রণয়ন উচিত। সব মিলিয়ে গাভাসকরের বক্তব্য পরিষ্কার- খেলার গতি ফিরিয়ে আনতে নিয়ম কঠোর করে মাঠের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

RITES LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon - 122001
RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

ADDENDUM
Extension of Last date of Application for VC Nos. CP/07-R1/26, CL/08-R2/25, RG/08-10/26, RG/07/26, RG/08-R1/25, 193-R3-24, RG/05/26 and RG/06/26

The last date for submission of online application for the posts of DGM (Mech.) - Bulk Material Handling Expert(CP/07-R1/26), Resident Engineer(CL/08-R2/25), Assistant Manager (IT/Network & security) (RG/08/26), Assistant Manager (IT/Programming) (RG/09/26), Assistant Manager (IT/Data Centre) (RG/10/26), Assistant (HR) (RG/07/26), Assistant Manager (Finance) (RG/08-R1/25), GGM (HR) (193-R3-24), DGM (Legal) (RG/05/26) & Assistant Manager (Legal) (RG/06/26) has been extended to **30.04.2026 / 12:00 Noon**.

For detailed notice and to apply online, kindly see concerned advertisement under Career Section of RITES website **www.rites.com.**

মরসুম শেষেই বার্সেলোনা ছাড়ছেন লেভানডফস্কি, পরের গন্তব্য কি ইতালি?

বার্সেলোনা, ২৭ এপ্রিলঃ বার্সেলোনায় তাঁর জমানা মোটের উপর সফল। গোল, ট্রফি, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স-সব মিলিয়ে চার বছরের অধ্যায় যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবু ঘনিয়ে এল বিদায়। সূত্রের খবর, মরসুম শেষেই ক্লাব ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন রবার্ট লেভানডফস্কি। বার্সাও নাকি তাঁকে ধরে রাখার বদলে নতুন পথে হাঁটতে আগ্রহী। অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারের জায়গায় তরুণ মুখ-বদলের ইঙ্গিত এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ২০২২ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেন লেভানডফস্কি। এরপর বিভিন্ন টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ঝুলিতে ১২০টি গোল। একাধিক বড় ম্যাচে দলের প্রধান ভরসা। বয়স বাড়লেও ধার কমেনি এতটুকু! আগামী মরসুম শুরুর সময় তাঁর বয়স ৩৮ ছুঁইছুঁই। ক্লাব চাইছিল চুক্তি আরও এক বছর বাড়াতে। কিন্তু প্রস্তাবে লেখা ছিল বেতন হ্রাস এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালনের মতো শর্তও। এতেই বেঁকে বসেন লেভানডফস্কি। যার ফলে দুই পক্ষই আলাদা পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পোলিশ স্ট্রাইকারের পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু। ইতালির দুই ক্লাব-জুভেন্তাস এবং এসি মিলান-তাঁকে দলে নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ফ্রি ট্রান্সফারে লেভানডফস্কিকে পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না কেউই। মিলান ও জুভেন্তাস তাঁকে প্রথম একাদশে নিয়মিত সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছে। অফার এসেছে আমেরিকার মেজর লিগ সকার থেকেও, বিশেষ করে চিকাগো ফায়ার। কিন্তু আপাতত ইউরোপে থাকার দিকেই ঝুঁকছেন লেভানডফস্কি। বড় মঞ্চে খেলার ইচ্ছে প্রাধান্য পাচ্ছে। লেভানডফস্কির বিদায়ের সম্ভাবনা সামনে আসতেই বিকল্প খুঁজছে বার্সেলোনা। তালিকার শীর্ষে আর্জেন্তিনীয় হুলিয়ান আলভারেজ। বর্তমানে আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে খেলছেন। তাঁকে আনতে হলে বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিতে হবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মূল্য প্রায় ১২০ মিলিয়ন ইউরো। বার্সেলোনার আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রাখলে চুক্তি সহজ নয়। তবু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় তরুণ স্ট্রাইকারকে সই করানোর চেষ্টা চলছে। লেভানডফস্কির বিদায় শুধু একজন ফুটবলারের প্রস্থান নয়। এ এক উজ্জ্বল পর্বের সমাপ্তি। গত কয়েক বছরে আক্রমণের কেন্দ্রে ছিলেন তিনি। এখন সেই জায়গায় নতুন মুখ আনার পরিকল্পনা। বয়স ও ভবিষ্যৎ-দুই দিকেই ভারসাম্য আনতে চাইছে বার্সা। শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সামনে আসেনি। তবে দেওয়াল লিখন পরিষ্কার- বার্সেলোনা বদলের পথে। আর লেভানডফস্কি খুঁজছেন নতুন চ্যালেঞ্জ।

২ মাসে ২৫ বার ডোপ টেস্ট! সময় আর সংশয়কে হারিয়ে দ্রুততম ম্যারাথনার সাওয়ে

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৭ এপ্রিলঃ চ্যালেঞ্জটা শুধু ঘড়ির কাঁটার বিরুদ্ধে নয়। প্রতিপক্ষ ছিল সন্দেহও। সেই যৌথ প্রতিদ্বন্দ্বীকে অক্লেশে হারিয়ে ইতিহাস লিখলেন কেনিয়ার দৌড়বিদ সেবাস্তিয়ান সাওয়ে। লন্ডন ম্যারাথন খতম করলেন ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে। অফিসিয়াল প্রতিযোগিতায় এই প্রথম দুই ঘণ্টার বাধা ভাঙলেন তিনি। আগের বিশ্বরেকর্ড থেকে ৬৫ সেকেন্ড কম সময়ে। দুরন্ত পারফরম্যান্সের আগে সাওয়ের প্রস্তুতি ছিল অস্বাভাবিক। কেনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে ডোপিং নিয়ে চলা বিতর্কের মধ্যে নিজে থেকেই বাড়তি পরীক্ষার দাবি জানান তিনি। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি, বড় টুর্নামেন্টের আগে কর্তৃপক্ষের দরবারে রাখেন সরাসরি প্রস্তাব-যতবার খুশি পরীক্ষা করা হোক। সেই আর্জি মেনে দু'মাসে সাকুল্যে মোট ২৫ বার ডোপ টেস্ট চলে। যার খরচ মোটেও কম নয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার খরচ বহন করে স্পনসর সংস্থা। রক্ত ও প্রস্রাব-দু'ধরনের পরীক্ষাই নিয়মিত হয়েছে। কখনও দিনে দু'বার! সাওয়ের উদ্দেশ্য ছিল একটাই-নিয়ম মেনেও যে শীর্ষে ওঠা সম্ভব, তা দুনিয়াকে বুঝিয়ে দেওয়া। ২০২৫ সালের শেষ দিকে লাগাতার চোট সমস্যায় ভুগছিলেন সাওয়ে। পায়ে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার, সঙ্গে পিঠের সমস্যা। কয়েক মাস ঠিকমতো অনুশীলনই করতে পারেননি। পরের বছর জানুয়ারিতে আবার ট্র্যাকে ফেরেন। ধীরে ধীরে শরীর সাড়া দিতে শুরু করে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোচ বুঝতে পারেন, বড় কিছু হাসিল করা সম্ভব। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা এগোয়। লন্ডন ম্যারাথনের আগে প্রস্তুতি ছিল সীমিত, কিন্তু টার্গেট স্পষ্ট-শুধু রেস শেষ করা নয়, সময় ভাঙা। ম্যারাথনের প্রথমার্ধ অবশ্য নিরাশাজনক। অর্ধেক পথ পেরতে লাগে ১ ঘণ্টা ২৯ সেকেন্ড। এরপরই গতি বাড়ান সাওয়ে। দ্বিতীয়ার্ধ শেষ করেন ৫৯ মিনিট ১ সেকেন্ডে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউই গতি ধরে রাখতে পারেননি। সাওয়ে তখন একাই সামনে। অন্তিম এক মাইলে স্পিড আরও বাড়িয়ে ফিনিশ করেন। পুরো রেসে নিয়ন্ত্রিত ছন্দ, নির্দিষ্ট আক্রমণ-এই কৌশলে ভাঙেন সময়ের বাধা। কেনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে ডোপিং নিয়ে প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। বহু অ্যাথলেট নিষিদ্ধ হয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে সাওয়ের পারফরম্যান্স আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে। রেসের পর তিনি প্রয়াত দৌড়বিদ কেলভিন কিপতুমকে স্মরণ করেন। যিনি প্রথম এই সময়ের গণ্ডি ভাঙবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। ভাবশিষ্য সাওয়ে শুধু নয়া রেকর্ড গড়েননি। প্রস্তুতি, পরীক্ষা এবং পারফরম্যান্স-সব মিলিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তাও ছুড়ে দিয়েছেন। যার নিহিত সুর-নিয়ম মেনেও শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব।

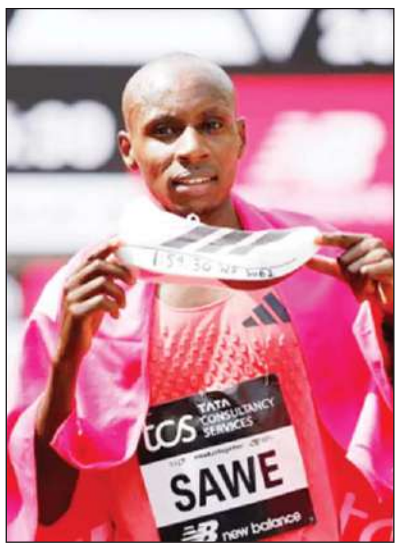

প্রযুক্তির ভরসায় পি ভি সিন্ধু, বয়স পেরিয়েও লক্ষ্য অলিম্পিক পদক

নিজস্ব প্রতিবেদন

ডেনমার্কের হর্সেন্স শহরে শুরু হয়েছে ব্যাডমিন্টনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ দলগত প্রতিযোগিতা টমাস ও উবের কাপ। এই টুর্নামেন্টকে ব্যাডমিন্টনের বিশ্বকাপ বলেই ধরা হয়। বিশ্বের সেরা ১৬টি দেশ এখানে অংশ নিয়েছে। পুরুষদের বিভাগে হয় টমাস কাপ, আর মহিলাদের বিভাগে উবের কাপ। শুক্রবার রাতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের মহিলা দল মুখোমুখি হয়েছিল আয়োজক দেশ ডেনমার্কের। এই ম্যাচে ভারতের তারকা শাটলার পি ভি সিন্ধুকে ঘিরে হঠাৎই তৈরি হয় কৌতূহল। প্রথম সিঙ্গলস ম্যাচে ডেনমার্কের লিনে ক্রিস্টোফারসেনের বিরুদ্ধে খেলতে নামার সময় দেখা যায়, সিন্ধুর ডান চোখের ওপরে কপালে ছোট কালো টিপের মতো একটি বস্তু লাগানো রয়েছে। দর্শক থেকে শুরু করে ব্যাডমিন্টন মহলে তা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই ভাবছিলেন এটি হয়তো কোনও বিশেষ টেপ বা ফ্যাশনের অংশ। পরে অবশ্য সিন্ধু নিজেই বিষয়টি পরিষ্কার করেন। সিন্ধু জানান, এটি আসলে একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিভাইস, যার নাম 'টেম্পল'। এখনও এই যন্ত্র সাধারণ বাজারে আসেনি। বিশেষভাবে তৈরি এই ডিভাইস খেলার সময় তাঁর শরীরের নড়াচড়া, গতি, ভারসাম্য, প্রতিক্রিয়ার সময় এবং বিভিন্ন ভুলত্রুটি পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করে। অনুশীলন বা ম্যাচ শেষে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি নিজের খেলায় কোথায় উন্নতি প্রয়োজন, তা বুঝতে পারেন। অর্থাৎ প্রযুক্তিকে সঙ্গী করেই নিজের পারফরম্যান্স আরও উন্নত করার পথে হাঁটছেন ভারতের এই তারকা খেলোয়াড়। সিন্ধু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বয়স বাড়লেও তিনি আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য পেতে চান। তাঁর স্বপ্ন ২০২৮ সালের অলিম্পিকে আবারও পদক জেতা। তাই নিজেকে সেরা পর্যায়ে ধরে রাখতে আগামী দু'বছর কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছেন তিনি। তাঁর কথায়, এখন আর কিশোর বয়সের মতো ফিটনেস নেই, তাই শরীর ও খেলার সূক্ষ্ম দিকগুলো বুঝতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতি খুব জরুরি। এই বিশেষ ডিভাইসটি তিনি পেয়েছেন তাঁর স্বামী ভেঙ্কট দত্ত সাইয়ের মাধ্যমে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ভেঙ্কট প্রযুক্তি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। যদিও ব্যাডমিন্টনের কৌশলগত দিক তিনি খুব ভালো বোঝেন না, তবে প্রযুক্তির মাধ্যমে কীভাবে খেলোয়াড়ের উন্নতি সম্ভব, তা জানেন। সেই কারণেই সিন্ধুর উন্নতির জন্য তিনি এই নতুন ডিভাইসটি এনে দিয়েছেন। এদিকে ভারত-ডেনমার্ক ম্যাচ চলাকালীন একটি উদ্বেগজনক ঘটনাও ঘটে। ডাবলস ম্যাচে সিন্ধু ও তাঁর সঙ্গীর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আচমকাই কোর্টে লুটিয়ে পড়েন ডেনমার্কের খেলোয়াড় ক্রিশ্চেন বাখ। তাঁর হাঁটুর হাড় সরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় দ্রুত দায়িত্ব সামলান ভারতেরই এক চিকিৎসক, বাংলার নিশীথরঞ্জন চৌধুরী। তিনি কোর্টেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহত খেলোয়াড়কে দাঁড় করিয়ে দেন। স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নিশীথরঞ্জন এই বিশ্বকাপে অন-কোর্ট ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। বিশ্বের মাত্র তিনজন চিকিৎসকের মধ্যে তিনি একজন। ফলে বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি এক বাঙালি চিকিৎসকও নজর কাড়লেন নিজের দক্ষতায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com